পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 30 Monday, 30 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা ❋ ১৪ পৌষ ১৪৩১, সোমবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মনমোহনের প্রয়াণে বিনোদন ও খেলার দুনিয়াকে বিঁধলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় সংস্কারের কারিগর তিনি। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন মিতভাষী, অজাতশত্রু রাজনীতিবিদ। দেশের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্বের প্রয়াণের পরও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব দেশের ক্রীড়ামহল এবং বিনোদন জগত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্য ন্যূনতম শোকবার্তাটুকুও দেননি বলিউড এবং বিনোদুনিয়ার অধিকাংশ প্রথম সারির তারকা। যা নিয়ে এবার সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বলছেন, এবার থেকে নিজেদের 'নায়ক' বেছে নেওয়ার আগে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ক্রীড়া এবং বিনোদন জগতের প্রথম সারির তারকাদের নিশানা করে বলেছেন, ' দেশের সেরা ব্যক্তিত্বকে হারাল। যার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ভারতের অর্থনীতি বদলে দিয়েছে। ভারতকে উন্নয়নের দিশা দেখাতে মনমোহন সিংয়ের ভূমিকা অদ্বিতীয়। তাঁর প্রয়াণে মতাদর্শ নির্বিশেষে ডান-বাম সবপক্ষ থেকেই শোকবার্তা এসেছে। কিন্তু এটা একই সঙ্গে আশ্চর্য এবং দুঃখজনক যে গোটা ক্রীড়া এবং বিনোদন দুনিয়া মনমোহনের প্রয়াণে নীরব।' অভিষেকের বক্তব্য, যাঁদের আমরা নিজেদের রোল মডেল বলে মনে করি, মনমোহনের প্রয়াণের পর নীরবতা তাঁদের দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, বিনোদন জগতের এই নীরবতা সম্ভবত সরকারের প্রতি ভীতির ফলশ্রুতি। আসলে জাতীয় কোনও ইস্যুতে নীরব থাকাটা এই তথাকথিত রোল মডেলদের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিষেক মনে করালেন, এই তথাকথিত রোল মডেলরা সিএএ-এনআরসি, কৃষক বিক্ষোভের মতো ইস্যুতেও নীরবই থেকেছেন। মণিপুরের মতো ইস্যুতেও মুখ খোলেননি। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁদের নীরবতা বোঝায় সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামে এঁরা কতটা নির্লিপ্ত। অথচ তাঁরা সব সম্মান এবং অর্থ সাধারণ মানুষের ভালোবাসার বলেই অর্জন করেছেন। এরপরই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমজনতার কাছে আর্জি জানিয়েছেন, নিজেদের রোল মডেল বাছুন সাবধানে। এই রোলমডেলদের কাছে এবার দায়িত্ববোধ আশা করা উচিত আমাদের।

'নোংরা রাজনীতি করবেন না', রাহুলকে পাল্টা তোপ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিসৌধ বিতর্ক নিয়ে তোলপাড় রাজধানী। এবার সেই আসরে নেমে পড়লেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। রাহুল গান্ধীকে বিজেপি সভাপতির জবাব, যে কংগ্রেস সোনিয়া গান্ধীকে 'সুপার পিএম' করে মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অপমান করেছে, তাদের এমন নোংরা রাজনীতি করা মানায় না। গত শনিবার মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্যের পরই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, যোগ্য সম্মান দেওয়া তো দূর। প্রয়াণের পরও মনমোহন সিংকে অপমান করছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। যেভাবে নিগমবোধ ঘাট শ্মশানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল, সেটা তাঁর পক্ষে অপমানজনক। রাহুলের দাবি, 'এর আগে আর কোনও প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য নিগমবোধ শ্মশানে হয়নি। স্মৃতিসৌধ বা অন্ত্যেষ্টিস্থলেই সব প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য হয়, যাতে সাধারণ নাগরিকরা সহজে দর্শন করতে পারেন। রাহুলের সেই অভিযোগের জবাবে জেপি নাড্ডা এদিন বলেন, জীবিত অবস্থায় কংগ্রেস কোনও দিন অগান্ধী কোনও নেতাকে ন্যূনতম সম্মান দেয়নি। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সোনিয়া গান্ধীকে 'সুপার পিএম' হিসাবে বসিয়ে মনমোহন সিংয়ের মতো সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে তাঁরাই এখন সমাধিস্থল নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। নাড্ডার বক্তব্য, কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীন শুধু নেহেরু-গান্ধী পরিবারের সদস্যদের নামে অন্তত ৬০০ সংস্থা-সরকারি প্রকল্পের নামকরণ করেছে। অথচ অন্য নেতাদের সেভাবে সম্মানই দেওয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের কথা উল্লেখ করেছেন নাড্ডা। তাঁর অভিযোগ, নরসিমা রাওয়ের প্রয়াণের পর দিল্লির রাজঘাট এলাকায় তাঁর সমাধি এবং শেষকৃত্যের অনুমতি দেননি সোনিয়া। এমনকী তাঁর দেহ কংগ্রেস দপ্তরেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। হায়দরাবাদে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিজেপি সভাপতির সাফ কথা, যে কংগ্রেস গান্ধী পরিবারের বাইরে কোনও নেতাকে ন্যূনতম সম্মান দেয় না, তাঁদের মনমোহন সিংয়ের সমাধি নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি করা সাজে না।

শুভেন্দু গড়ে ভাঙন! ধাক্কা বঙ্গ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৯ ডিসেম্বর ঃ নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের সময় যে দুই নেতা প্রথম সারিতে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অশোক করণ এবং দেবাশিস দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই নেতা তৃণমূলের হয়ে নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনে অংশ নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। তবে, বিজেপির মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার ফলে রবিবার এক চমকপ্রদ ঘোষণা আসে। দলের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিজেপি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন তারা। অশোক করণ এবং দেবাশিস দাসের দলত্যাগে নন্দীগ্রামে শোরগোল পড়েছে। তারা শুধু বিজেপি থেকে পদত্যাগ করেননি, বরং দলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং দুর্নীতির অভিযোগ করে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ, বিজেপির কিছু নেতার কর্মকাণ্ড দলের আদর্শের বিপরীত, এবং সেই কারণেই তারা দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে, তারা বিজেপির সর্বোচ্চ নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অশোক করণ এবং দেবাশিস দাস, বিজেপি ত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছেন যে, দলের মধ্যে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার ঘাটতি তারা অনুভব করছেন। তারা দাবি করেছেন, নন্দীগ্রাম অঞ্চলে দলের মধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম এবং দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তাদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে আরও দলের সঙ্গে থাকাটা সম্ভব নয়। তবে, বিজেপি থেকে তাদের পদত্যাগের পরপরই দলটির তরফ থেকে পাল্টা প্রতিক্রিয়া এসেছে। বিজেপি তাদের পদত্যাগকে রাজনৈতিক মঞ্চে অল্প জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত হিসেবে দেখে এবং বলছে যে, এই দুই নেতার দলত্যাগ কোনো বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে না। বিজেপির বক্তব্য, এই ধরনের দলত্যাগ প্রকৃত দলের উন্নতির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না, এবং দলের কর্মীরা তাদের নেতৃত্বের প্রতি অটুট থাকবেন।

অন্যদিকে, অশোক করণ এবং দেবাশিস দাসের বিজেপি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক চিত্রে নতুন জল্পনা তৈরি করেছে। তাঁদের ইঙ্গিত অনুযায়ী, তারা দ্রুত তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। এটি যদি বাস্তবে ঘটে, তবে নন্দীগ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ভূখণ্ডে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষ করে, শুভেন্দু অধিকারী যে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম মুখ, তার বিরুদ্ধে দুই পুরনো দলের নেতার এমন অবস্থান একেবারে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি, তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, দলটি যে এই দুই নেতার যোগদানকে স্বাগত জানাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজেপির বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপ যে তৃণমূলের জন্য নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে পারে, তা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার পরেই বোঝা যাবে গোটা বিষয়টা।

রবিবার সিনিয়র অফিসাররা আছি মানে বুঝতেই পারছেন, বড় প্রশ্ন পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে বাংলায়। ধরা পড়ছে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। দেখা যাচ্ছে, ভারতের বাসিন্দা না হওয়া সত্ত্বেও বহু বাংলাদেশি এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ভারতের পাসপোর্ট নিয়ে বহাল তবিয়তে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। সেই ইস্যুতেই এবার মুখ খুলল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। রবিবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। এদিন

সাংবাদিক বৈঠকে রাজীব কুমার বলেন, পুলিশের দায় নেই। ঠিকানা ভেরিফাই করার পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেই পুলিশের। পাসপোর্ট অথরিটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। আমরা বলেছি এটা পরিবর্তন করতে হবে। বিদেশ মন্ত্রকের গাইডলাইন বিভ্রান্তিকর বলেই পুলিশের দাবি। রাজীব কুমার জানিয়েছেন, বর্তমানে পাসপোর্ট ভেরিফাই করার জন্য পুলিশ কারও বাড়িতে যেতে পারে না, কাউকে থানায় ডাকতেও পারে না। আর সেই ফাঁক গলেই জালিয়াতির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তাই এই নিয়ম পরিবর্তনের কথা বলছেন অফিসাররা। একই প্রশ্ন তুলেছেন এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিমও। তিনি বলেন, রবিবার দুপুরে আমরা সব সিনিয়র অফিসাররা আছি মানে বুঝতেই পারছেন, আমরা কতটা সিরিয়াস। কোনও উগ্রবাদী যাতে ভারতীয় পাসপোর্ট না পায়, তার জন্য যা যা করণীয় সব করছে রাজ্য পুলিশ। জাভেদ শামিম আরও উল্লেখ করেন, বর্ডারের কাছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে পুলিশ। সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভুয়ো নথি ব্যবহার করে যাতে কেউ পাসপোর্ট না পায়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে রাজীব কুমার জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের ট্র্যাক রেকর্ড খুব ভাল। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনও প্রভাব বাংলায় পড়তে দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

বাড়ছে সর্বভারতীয় বোর্ড থেকে রাজ্য বোর্ডে ফেরার প্রবণতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ সর্বভারতীয় বোর্ড থেকে রাজ্য বোর্ডে ফেরার প্রবণতা বাড়ছে পড়ুয়াদের। দশম শ্রেণি পাস করার পর সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ডের বহু ছাত্রছাত্রী একাদশে ভর্তি হয়েছে রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্যের বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি থেকে সর্বভারতীয় ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়ারা ভর্তি হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধীরা অভিযোগ করছে। এক লহমায় এই অভিযোগকে নসাৎ করে দিচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এক পরিসংখ্যান। সংসদ সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের মাধ্যমিকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজারের কিছু বেশি পড়ুয়া পাস করেছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, একাদশে রেজিস্ট্রেশন করেছে ৭ লক্ষ ৬৯ হাজারের বেশি। অর্থাৎ, চলতি বছরেই প্রায় ২০ হাজারের বেশি সর্বভারতীয় বোর্ডের পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে রাজ্য বোর্ডে। উচ্চ

মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, আমরা সব সময় চেষ্টা করেছি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বভারতীয় স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। ভারতের মধ্যে প্রথম আমরা স্কুল বোর্ডে সেমেস্টার পদ্ধতি চালু করেছি। এই নয়া পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য বোর্ড থেকে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, কলকাতার স্কুলগুলিতে সবচেয়ে বেশি ভর্তি হয়েছে সর্বভারতীয় সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ডের পড়ুয়ারা। প্রায় সাড়ে চার হাজার। কেন এই নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে চলেছে? এ নিয়ে শিক্ষকমহল মনে করছে, রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি ও পাঠক্রম পরিবর্তন করে অনেক বেশি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। পঠনপাঠনের ধরনও রাজ্য বোর্ডে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। তাছাড়া সর্বভারতীয় বোর্ডের পঠনপাঠন হওয়া, বিশেষ করে সিবিএসই বোর্ডের খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। রাজ্যের আইসিএসই বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল অনেক বেশি। সেই জায়গায় রাজ্যের সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও পোষিত স্কুলগুলির খরচ নামমাত্র। তাতেই ধীরে এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

মন্ত্রীদের বেসরকারি অনুষ্ঠানে যোগ নিয়ে নবান্নের কড়াকড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ মন্ত্রীরা কোনও বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগ দিলে সেই খবর আগাম জানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরকে। নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেকথা সমস্ত মন্ত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর যাওয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না তা খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর অনুমতি দিলে তবেই তিনি ওই অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে মূলত বেসরকারি কোনও অনুষ্ঠানের কথাই বলা হয়েছে। নিজের এলাকার স্বাস্থ্যশিবির বা রক্তদান শিবিরের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে তা না জানালেও চলবে। মন্ত্রী বিধায়কদের আলটপকা মন্তব্য ঠেকাতে ইতিমধ্যে বিধানসভায় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার টিভির বিতর্কসভা এবং অন্যান্য বেসরকারি অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে জানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অনেক সময় মুখরক্ষার খাতিরে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে বহু অনুষ্ঠানে হাজির হন মন্ত্রীরা। সেখানে মঞ্চে তাঁদের সঙ্গে কারা উপস্থিত থাকবেন, সেই খবরও মন্ত্রীদের কাছে থাকে না। পরে দেখা যায়, মন্ত্রীর পাশে যিনি বসে রয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ রয়েছে। যা নিয়ে পরে মন্ত্রীর পাশাপাশি দলকেও সাময়িক বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয়। সম্ভবত এই ধরনের বিতর্ক যাতে নতুন বছরে আর না ঘটে সেদিকে নজর দিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই তৎপরতা।

আমাদের টিপসেই ধরা পড়েছে কাশ্মীরি জঙ্গি, দাবি ডিজির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য থেকে একের পর এক জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। কখনও কাশ্মীরি জেহাদি তো কখনও আনসারুল্লার সদস্য। যা নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য পুলিশকে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সেই সমস্ত প্রশ্নের সপাট জবাব দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এদিন তিনি জানালেন, রাজ্য এসটিএফের গোপন খবরের ভিত্তিতে জাভেদ মুন্সি গ্রেপ্তার হয়েছিল। অনেকে দেখানোর চেষ্টা করছে, জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আর আমরা কিছু করছি না, এটা ভুল। আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড খুবই ভালো। উল্লেখ্য, ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার হয় ভিন রাজ্যের সন্দেহভাজন জঙ্গি জাভেদ মুন্সি। জম্মু-কাশ্মীর ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে শ্রীনগরের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পর থেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সীমান্তে ওপারে অশান্ত পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় এ দেশে সন্ত্রাসের জাল বোনার চেষ্টা চলছে। সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢোকার চেষ্টা করছে জেহাদিরা। সূত্র দাবি করছে, বহু অনুপ্রবেশকারী কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিচ্ছে। এমতাস্থায় অবস্থায় রাজ্যের বহিরাগতদের দিকে নজর রাখছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে এদিন রাজীব কুমার জানান, সীমান্তের নিরাপত্তা দেখভাল করে বিএসএফ। আমরা যা খবর পাই, তা সীমান্তরক্ষা বাহিনীকে দিই। এর মাঝেও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ছে। তাতে বোঝা যায় নিরাপত্তায় ফাঁকফোকর রয়েছে। রাজ্য পুলিশ ডিজি বলেন, সাধারণ মানুষ পুলিশকে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন এপারের বাসিন্দারা। এ প্রসঙ্গে এদিন রাজীব কুমার বলেন, কেউ যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না করতে পারে সেদিকে দেখা হচ্ছে। যতটা সম্ভব নিরাপত্তাও দেওয়া হচ্ছে।

পাক-চিন সীমান্ত নিয়ে সেনাকে হুঁশিয়ারি রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ সীমান্তে মোটেও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই ভারত। তাই চুপচাপ নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। রবিবার সেনার উদ্দেশে এমন বার্তাই দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর কথায়, সীমান্তের ভিতরে এবং বাইরে দুদিকেই সমস্যা রয়েছে। তাই সেনাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি পাকিস্তান বা চিনের তরফে সীমান্তে স্থিতাবস্থা লঙ্ঘনের চেষ্টা চলছে? রবিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে মহোর আর্মি ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেখানে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে ফুল দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদীও। সেই অনুষ্ঠানে সেনাকে সরাসরি সতর্কবার্তা দেন রাজনাথ। তাঁর কথায়, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে যদি নজর রাখি, তাহলে বলতে হবে ভারতের ভাগ্য মোটেই ভালো নয়। উত্তর এবং পশ্চিম- দুই দিকের সীমান্ত থেকেই লাগাতার বিপদ আসছে। কেবল বিদেশী শক্তির আক্রমণ নয়, সমস্যা রয়েছে দেশের অঃদরেও। এদিন রাজনাথ বলেন, বাইরে বা ভিতরে, আমাদের শত্রুরা সবক্ষেত্রেই সবসময় কাজ করে চলেছে। এই অবস্থায় আমাদের উচিত তাদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা।

জঙ্গি হানা উপত্যকায়! সেনা অভিযানে নিকেশ ৭৫, অধিকাংশই পাকিস্তানি

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস দমনে সাফল্যের হিসাব দিল সেনা। চলতি বছর সেনা অভিযানে উপত্যকায় খতম হয়েছে ৭৫ জন সশস্ত্র জঙ্গি। যার মধ্যে ৬০ শতাংশই পাকিস্তানের নাগরিক। উপত্যকাকে অশান্ত করতে পাকিস্তান সক্রিয়তা যে কত ব্যাপক, তা এই পরিসংখ্যান থেকেই সহজে অনুমান করা হচ্ছে। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছর মৃত ৭৫ জন জঙ্গির মধ্যে এলওসি ও আন্তর্জাতিক সীমা পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলাকালীন ১৭ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় সেনার সঙ্গে অভিযান চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। কাশ্মীরের ৯টি জেলায় জঙ্গি দমনে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে সেনা। সবচেয়ে বেশি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বারামুল্লা জেলায়। এখানে ৯টি এনকাউন্টারে ১৪ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, লাগাতার অভিযানে স্থানীয় জঙ্গি সংগঠনগুলি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কার্যত নির্মূল হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সীমান্ত পেরিয়ে আসা বিদেশি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত কিছুটা বেড়েছে। তাদেরও কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে সেনা। উপত্যকাকে অশান্ত করতে পাকিস্তান যে উঠেপড়ে লেগেছে তা এই রিপোর্টেই স্পষ্ট। চলতি বছর মৃত ৭৫ জঙ্গির মধ্যে ৬০ শতাংশই পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢুকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়েছে। গোয়েন্দাদের দাবি, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেভাবে হোক কাশ্মীরে অশান্তি জিইয়ে রাখতে। যদিও কাশ্মীরে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে 'অল আউট' অভিযানের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। তারই সুফল মিলছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এমনকি এবছর সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যোগ দেওয়ার সংখ্যাও অত্যন্ত কম উপত্যকায়। মোট ৭ জন যুবক সন্ত্রাসী দলে নাম লিখিয়েছেন বলে খবর। উল্লেখ্য, চলতি বছর জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের আগে থেকে একের পর এক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঘুম ছুটিয়েছিল সেনার। যেসব অঞ্চলে আগে খুব বিশেষ জঙ্গি কার্যকলাপ দেখা যেত না সেখানে বেশিরভাগ নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। ডোডা, রেইসি, কিস্তওয়ার, কাঠুয়া, উধমপুর এবং জম্মুতে হামলা বাড়িয়েছে জঙ্গিরা। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত থাকা রাজৌরি এবং পুঞ্চে তুলনামূলকভাবে জঙ্গি কার্যকলাপ অনেক কম। পাশাপাশি সেনার তরফে আরও জানানো হয়েছে, এবছর জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছেন ২৬ জওয়ান। সব মিলিয়ে ৬০টি জঙ্গি হামলায় সাধারণ নাগরিক-সহ মোট ১২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

নয়াদিল্লির ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ, সরকারি আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। অভিযোগ তুললেন, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র নয়াদিল্লিতে 'অপারেশন লোটাস' চালাচ্ছে বিজেপি। আপ প্রধানের অভিযোগ, তাঁকে হারাতে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে নয়াদিল্লি কেন্দ্রে অপারেশন লোটাস শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অভিযোগ, আপ যাতে এবার দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য যত রকম ষড়যন্ত্র করা যায় সবটা করছে বিজেপি। আমার কেন্দ্র নয়াদিল্লিতে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে অপারেশন লোটাস শুরু হয়েছে। এই ১৫ দিন ধরে এখানে ৫ হাজার ভোটারকে তালিকা থেকে মুছে নতুন করে সাড়ে ৭ হাজার ভোটারকে যুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে কমিশনে। নয়াদিল্লির মতো কেন্দ্রে মোট এক লক্ষ ৬ হাজার ভোটার। এখান থেকে ৫ হাজার ভোটারের নাম মুছে দিয়ে যদি সাড়ে ৭ হাজার ভোটারকে যুক্ত করা হয়, তাহলে

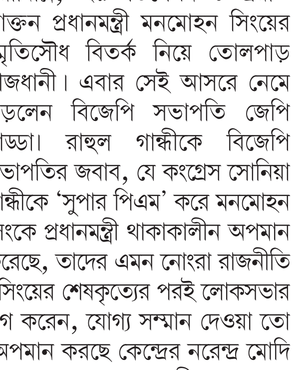

ভোট করানোর অর্থ কী? কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, গোটা দিল্লির যেখানে যেখানে আপ শক্তিশালী সেখানে এই ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। নয়াদিল্লি বিধানসভায় গত ২৯ অক্টোবর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯০০ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার। ১৯ ডিসেম্বর মাত্র একদিকে দেড় হাজার ভোটারকে তালিকা থেকে সরানোর আবেদন করা হয়েছে। যারা এক কাজ করছে তাঁরা কারা? কাদের নির্দেশে এটা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এর আগে প্রায় দুই মাস ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা নিয়েছিল, তাহলে মাত্র ১৫ দিনে নতুন করে আসা এই ১০ হাজার ভোটার কারা? যাঁদের তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর পরই সুর চড়িয়ে বলেন, আসলে বাইরে থেকে লোক ঢোকাচ্ছে দিল্লিতে। এবং তাঁদের ভুয়ো ভোটার করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, আধিকারিকদের উদ্দেশে জানাতে চাই। যারা চাপের মুখে এই অন্যায়কে সমর্থন করছেন মনে রাখবেন কোনও না কোনও দিন সরকার বদলাবে। কিন্তু ফাইল ও সেখানে আপনাদের সই কিন্তু বদলাবে না। কেউ জিজ্ঞেস করবে না কার নির্দেশে এটা করেছিলেন। বিপদে পড়বেন আপনি।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় বন্দর জুড়ে হাহাকার

মুয়ান, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান বিমানবন্দরে এখন কেবলই কান্না আর শোকের বন্যা। বিমানে ৬ জন কর্মী-সহ ১৮১ জন যাত্রী ছিলেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে অন্তত ১৭৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই রবিবার সারাদিন সমস্ত উড়ানই বাতিল হয়েছে সেখানে। বিমানবন্দরের সর্বত্রই কেবল হাহাকার আর কান্নার শব্দ। বিমানবন্দরের কনফারেন্স রুমে সমস্ত যাত্রীদের আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশে যখন জানানো হয়, সম্ভবত অধিকাংশ যাত্রীই মারা গিয়েছেন তখনই এক যাত্রীর আত্মীয় কাতর স্বরে বলে ওঠেন, কেউই কি বেঁচে নেই? এই অসহায় প্রশ্নেই যেন ধরা রয়েছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার তীব্রতাটুকু। ব্যাঙ্কক থেকে ফিরছিল বিমানটি। কিন্তু রানওয়েতে অবতরণের সময় সেটি পিছলে যায়। আর তারপর তা একটি দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আগুনের শিখা ঝলসে ওঠে। আকাশ ঢেকে

ফেলতে থাকে কালো ঘন ধোঁয়া। দেখা যায় ধোঁয়ার ভিতরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বিমানটি। মনে করা হচ্ছে, পাখির সঙ্গে ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই ঘটে গিয়েছে এই দুর্ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। সমস্ত যাত্রীকেই বিমান থেকে বের করার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু মাত্র দুজনকে জীবিত অবস্থায় সেখান থেকে বার করা গিয়েছে বলে দাবি। মনে করা হচ্ছে, ১৭৯ জনই মারা গিয়েছে। দুর্ঘটনার চারঘণ্টা পরে বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটির যাত্রীদের আত্মীয়দের জানিয়ে দেওয়া হয়, সম্ভবত প্রায় কেউই বেঁচে নেই। সঙ্গে সঙ্গে হতাশা ও কান্নায় ভেঙে পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। অনেকে চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। কেউ বেঁচে আছেন কিনা, এই প্রশ্নে মাথা নিচু করে বন্দর আধিকারিক জানিয়ে দেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে। বহু ব্যক্তিকেই সেখানে বিলাপ করতে দেখা যায়। কারও মনে পড়ছিল, গতকালও কথা হয়েছে যে আপনজনের সঙ্গে আর তার সঙ্গে কখনও দেখা হবে না। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পরিবারের তরফে আর্জি জানানো হতে থাকে দুর্ঘটনাস্থলে তাঁদের যেতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই অনুমতি মেলেনি। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। সমস্ত যাত্রীকেই বিমান থেকে বের করার চেষ্টা শুরু হয়। স্থানীয় সময় সকাল ৯টা নাগাদ বিমানটি ভেঙে পড়ার অব্যবহিত পর থেকেই ঘটনাস্থলে একে একে হাজির হয় দমকলের ইঞ্জিন। অন্তত ৩২টি ইঞ্জিন সেখানে ছিল বলে জানা যাচ্ছে। তৎপরতার সঙ্গে পুরো বিষয়টির মোকাবিলা করা হচ্ছে বলে স্থানীয় প্রশাসন ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে।

যমুনা বক্ষে অস্থি বিসর্জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শনিবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার তাঁর অস্থি বিসর্জন দেওয়া হলো যমুনা বক্ষে। এদিন সকালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবার তাঁর অস্থি নিয়ে পৌঁছন গুরুদ্বার মজনু কা টিলার কাছে যমুনা নদীর তীরে।জানা গেছে, অস্থি বিসর্জনের আগে গুরুদ্বারে পাঠ-কীর্তনের আয়োজন করা হয়। সেখানে যোগ দেন মনমোহন-পত্নী গুরশরণ কৌর। তাঁকে হুইলচেয়ারে আনা হয় গুরুদ্বারে। তারপরে যমুনার অস্থি ঘাটে মনমোহন সিংয়ের অস্থি বিসর্জন দেন তাঁর পরিবার-পরিজনরা।

ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লির একাধিক এলাকা, উদ্বিগ্ন রাজধানীর বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বিগত মাস থেকেই দিল্লির বাতাসের গুণমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন জাতীয় রাজধানী।রবিবারও তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। এদিন সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা।এদিন সকালে অক্ষরধাম মন্দির সংলগ্ন এলাকা, রাজঘাট, শান্তিপথ-সহ একাধিক এলাকা ঘন কুয়াশায় ঢেকে ছিল। দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা। এদিন সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ ডিগ্রি।

ভূমিকম্পে কাঁপল কচ্ছ, কম্পনের মাত্রা ৩.২

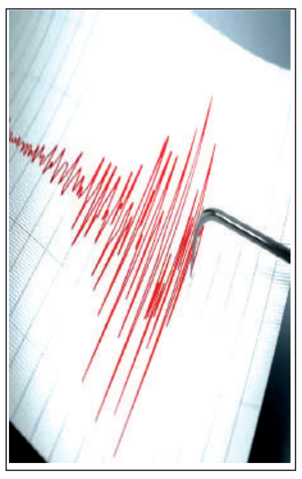

আহমেদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রবিবার সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো গুজরাট। জানা গেছে, এদিন সকাল ১০টা ৬ মিনিট নাগাদ গুজরাটের কচ্ছে আঘাত হানে ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.২।এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ডিসেম্বরে এখানে এই নিয়ে তৃতীয়বার ভূমিকম্প হলো। ২৩ ডিসেম্বর কচ্ছে ৩.৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। গত ৭ ডিসেম্বর ৩.২ মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ডকরা হয়েছিল। ফের বছর শেষে ভূমিকম্প হানা দিল গুজরাটে।

হাটশিঙিমারিতে মাদক ক্যাপসুল ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধৃত এক

হাটশিঙিমারি (অসম), ২৯ ডিসেম্বর ঃদক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত খারুয়াবান্ধায় পুলিশি অভিযানে ড্রাগস সহ মাদক কারবারি আতরচান্দ আলি (২৭)-কে পাকড়াও করা হয়েছে।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে খারুয়াবান্ধা ফাঁড়ি থেকে পুলিশের বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস ফেকামারি প্রথম খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা জনৈক আমির আলির বাসায় অভিযান চালিয়েছিলেন। আমিরের ঘরে তালাশি করে ১,১৫২টি মাদক ক্যাপসুল এসপিএস-ফেন, ১৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়।তবে পুলিশি অভিযানের আঁচ

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৯ডিসেম্বরঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা

সংবিধান আমাদের পথপ্রদর্শকঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বরঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ বলেন যে সংবিধান আমাদের পথপ্রদর্শক। ২৬ জানুয়ারি আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে।মন কি বাতের ১১৭তম পর্বে, প্রধানমন্ত্রী বলেন ২০২৫ সালের ২৬ জানুয়ারি, আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭৫ বছর হতে চলেছে। এটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, সংবিধান আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক।আমাদের সংবিধান-নির্মাতারা আমাদের যে সংবিধান দিয়ে গিয়েছেন তা কালের প্রবাহে প্রতিটি মানদণ্ডে সাফল্য পেয়েছে। সংবিধান আমাদের জন্য এক দিশারী আলোকবর্তিকা, আমাদের পথপ্রদর্শক। ভারতের সংবিধানের কারণেই আমি আজ এখানে পৌঁছেছি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। তিনি বলেন, এই বছর ২৬ নভেম্বর, সংবিধান দিবস থেকে এক বছর ধরে চলবে এমন অনেক কাজ শুরু হয়েছে। দেশের নাগরিকদের সংবিধানের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এক বিশেষ ওয়েবসাইটও বানানো হয়েছে। এতে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে নিজের ভিডিও আপলোড করতে পারেন। আলাদা-আলাদা ভাষায় সংবিধান পাঠ করতে পারেন, সংবিধানের ব্যাপারে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মন কি বাতের শ্রোতাদের কাছে, স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের কাছে, কলেজে যাওয়া যুবক-যুবতীদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা অবশ্যই এই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন, এর অংশ হয়ে উঠুন।

প্রতীক্ষা শেষ, আজ,৩০ ডিসেম্বর স্প্যাডিএক্স মিশন উৎক্ষেপণ করবে ইসরো

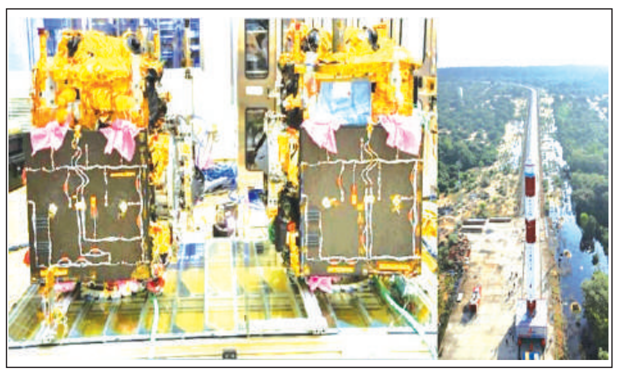

বেঙ্গালুরু, ২৮ ডিসেম্বর ঃইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন আজ নিজস্ব স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট , স্প্যাডিএক্স উৎক্ষেপণ করতে চলেছে। কেন্দ্রীয় মহাকাশ প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং গত শনিবার বলেছেন, ইসরোর এই বছরের শেষ মিশনটি একটি ঐতিহাসিক হবে, কারণ ইসরো মহাকাশে দু'টি উপগ্রহ ডকিং বা একত্রিত করার বিরল কীর্তি খুঁজবে। জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, স্প্যাডিএক্স মিশন স্পেস ডকিং আয়ত্ত করতে সক্ষম দেশগুলির একচেটিয়া লীগে ভারতের প্রবেশকে চিহ্নিত করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, একটি অনন্য পদ্ধতি, পিএসএলভি রকেট, এই জটিল কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি, 'ভারতীয় ডকিং সিস্টেম' দিয়ে সজ্জিত দুটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করবে।

ইজরায়েলের বোমাবর্ষণে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হু প্রধানের

সানা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ইজরায়েলের বোমাবর্ষণের মুখে পালেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস । অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হল তাঁর। তবে ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন।গাজার পাশাপাশি একাধিক ফ্রন্টে লড়াই করতে হচ্ছে ইজরায়েলি সেনাকে। যার মধ্যে অন্যতম হাউথিরা। যাদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনে লড়াই করছে তেল আভিভ। কয়েকমাস ধরেই ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনটির ডেরা গুড়িয়ে দিতে ইয়েমেনে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাজধানী সানার বিমানবন্দরে আক্রমণ শানায় তারা। সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন হু প্রধান। মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণের মুখে পানে তিনি ও তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যরা। ইয়েমেনে বন্দি রাষ্ট্রসংঘের কর্মীদের দ্রুত মুক্তি নিয়ে আলোচনা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। কোনওমতে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান সবাই।এক্স হ্যান্ডেলে হু প্রধান লেখেন, ' সানা বিমানবন্দরে ছিলাম। ফ্লাইটে ওঠার অপেক্ষা করছিলাম। তখনই আকাশপথে হামলা শুরু হয়। মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ হতে থাকে। আমরা কোনওরকমে বিমানবন্দরের ভিতরে আশ্রয় নিই। এই হামলায় রানওয়েটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের বিমানের দুই ক্রুসদস্য আহত হয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন বিমানবন্দরের দুজন। সমস্ত পরিস্থিতি ঠিক হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি এবং রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আমার সহকর্মীরা এখন সুস্থ রয়েছি।'

দাঁতনে বাস উলটে আহত ২২ জন

মেদিনীপুর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস। রবিবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২২ জন যাত্রী। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কী করে দুর্ঘটনা ঘটলো খতিয়ে দেখছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোহনপুর থেকে একটি যাত্রী বোঝাই বাস মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় দাঁতনের খণ্ডরুই এলাকায় রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে উলটে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি। দুর্ঘটনায় যাত্রীরা সকলেই আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার সময় বিকট শব্দ শুনে ছুটে যান স্থানীয়রা। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে খণ্ডরুই হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের এগরা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাঁতন থানা ও বেলদা থানার জোড়াগাড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয়দের অনুমান, দ্রুত গতিতে থাকা বাসটি খারাপ রাস্তার কারণে উলটে যায়।

শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার দাবিতে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার দাবিতে শনিবার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করতে আসা চাকরিপ্রার্থীদের আটকে রাখা হল বলে অভিযোগ। চাকরিপ্রার্থীরা অবিলম্বে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানান।২০২১ সালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িচালক এবং পুরুষ ফায়ারম্যান পদে ২৪৫টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।এই সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী সময়ে চাকরি প্রার্থীদের থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়। প্রার্থীদের শারীরিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। পরে লিখিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মৃৎশিল্পীর হাতে তৈরি মনমোহন সিংয়ের মাটির প্রতিকৃতি

শান্তিপুর, ২৯ ডিসেম্বরঃ সদ্য প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শান্তিপুর শ্যামবাজার এলাকার মৃশিল্পী সৌরাজ বিশ্বাস মাত্র চার ঘণ্টায় তৈরি করলেন তার মাটির প্রতিকৃতি। ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ১৮ ইঞ্চি লম্বা এই প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে নির্মিত।শিল্পী সৌরাজ বিশ্বাস জানান, পোর্ট্রেট তৈরি তার প্রিয় কাজ হলেও বছরের বিভিন্ন সময়ে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, এবং গোপালের মূর্তি নির্মাণের কাজের চাপে তিনি এমন কাজের সময় পান না। বর্তমানে তুলনামূলক কাজের চাপ কম থাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই পোর্ট্রেট তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের খবর জানতে পেরেই তিনি কাজে বসেন। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই প্রতিকৃতি দুপুর ২টার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। এখনও কিছু সূক্ষ্ম কাজ বাকি, যা শেষ করতে আরও এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। শুকানোর জন্য আরও দুই-এক দিন সময় লাগবে।শিল্পী জানান, প্রতিকৃতি তৈরির সময় অনেক ছবি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, যা এত কম সময়ে সম্ভব ছিল না। তবে তিনি চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো নিখুঁতভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে। প্রতিকৃতিটি তিনি রঙ করবেন না বলে জানান।বিক্রির বিষয়ে তিনি বলেন, এটি বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়নি। তবে কেউ আগ্রহ দেখালে, বিশেষভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে।উল্লেখ্য, সৌরাজ বিশ্বাস একজন স্বনামধন্য মৃশিল্পী। তার তৈরি প্রতিমা সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে অসম পর্যন্ত পৌঁছায়। থিমের মূর্তি এবং সুউচ্চ দেবদেবীর মূর্তি তৈরিতে তার দক্ষতা সর্বজনবিদিত।এই পোর্ট্রেট সম্পর্কে তার মন্তব্য, কেমন হয়েছে তা বিচার করবেন দর্শকরা। আমি কেবল শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই কাজ করেছি।

পঞ্চায়েত দফতরে ছুটোছুটি নয়, ঘরে বসেই মিলবে বাসিন্দা ও আয় সার্টিফিকেট

নদীয়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য এবার থেকে বাসিন্দা ও আয় সার্টিফিকেট পেতে আর পঞ্চায়েত দফতরে ছুটে যেতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত শনিবার থেকে চালু হচ্ছে অনলাইন সার্টিফিকেট পরিষেবা। মোবাইলে পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করে ওটিপি ব্যবহার করেই মিলবে এই সার্টিফিকেট।এতদিন বাসিন্দারা সার্টিফিকেট পেতে স্থানীয় পঞ্চায়েত দফতরে বারবার যেতে বাধ্য হতেন। কর্মরত জনপ্রতিনিধি বা কর্মী উপস্থিত না থাকলে ফিরে আসতে হতো। এতে সময় ও অর্থ দুইয়ের অপচয় হতো। বিশেষত দিনমজুর পরিবারগুলির জন্য এটি ছিল বড় সমস্যা। এই অসুবিধা দূর করতেই রাজ্য সরকার এই অনলাইন পরিষেবা চালু করেছে।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পোর্টালে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর দেওয়ার পর ওটিপি যাচাইয়ের মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এর ফলে প্রতারণার সম্ভাবনা রোধ করা যাবে। এলাকাবাসী এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি। তারা বলছেন, এতে হয়রানি কমবে এবং কাজের সময় নষ্ট হবে না।এক পঞ্চায়েত প্রধান জানান, এই পরিষেবা চালুর ফলে এলাকাবাসী যেমন সুবিধা পাবেন, তেমনি পঞ্চায়েত কর্মীদের কাজের চাপও কমবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।তবে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নৃপেন মন্ডল এই পরিষেবার কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্য, অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান দুর্নীতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।এই পরিষেবা সাধারণ মানুষের উপকারে আসে, নাকি দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে, তা সময়ই বলবে।

বিকল্প চাষ হিসেবে এবার মাশরুম চাষ করছেন পূর্ব বর্ধমানের এক ব্যক্তি

কালনা,২৯ডিসেম্বরঃবিকল্প চাষ হিসেবে এবার মাশরুম চাষ করছেন পূর্ব বর্ধমানের এক ব্যক্তি। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের ভাণ্ডার টিকুরি এলাকার উমেশ দাস নামের এক ব্যক্তি মাশরুম চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন। উমেশ বাবুর প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল প্রথাগত চাষের বাইরে এসে নতুন কোনও চাষ করার। চলতে থাকে খোঁজ খবর নেওয়া। পরবর্তীতে তিনি খোঁজ পান এই মাশরুম চাষের। তারপর থেকেই তিনি এই চাষ করতে শুরু করেন। এখনও পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকবছর ধরে এই চাষ করে আসছেন। এই প্রসঙ্গে উমেশ দাস জানিয়েছেন, উমেশ বাবু আগে ধান, পাট, সর্ষে সহ অন্যান্য ফসল চাষ করতেন। তবে এখন এই মাশরুম চাষ করে তিনি অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন। তার কথায় ধান চাষের থেকে এই চাষে লাভ অনেক বেশি। এছাড়াও ধান চাষ , অথবা সবজি চাষের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এই মাশরুম চাষে সেই অর্থে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকেনা। চাষ শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই পাওয়া যায় ফলন। এক একটা মাশরুমের সিলেন্ডার প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা খরচ হয়। পরবর্তিতে ফলন সম্পন্ন হলে সেই সিলেন্ডার বিক্রি হয় ৬০ থেকে ৭০ টাকা দামে। অর্থা এই চাষ অনেকটাই লাভজনক। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের কৃষি আধিকারিক পরিতোষ হালদার বলেন, ভ্রকোনও চাষি এই চাষ করতে চাইলে তিনি নির্দিষ্ট এলাকার কৃষি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও বিস্তারিত যেকোনও তথ্য তিনি সেখান থেকেই জেনে নিতে পারবেন। উমেশ বাবুর কথায় এই মাশরুম চাষ অনেকটা লাভজনক। স্থানীয় বাজারে মাশরুমের ভাল চাহিদা রয়েছে। এছাড়াও খুবই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটা খাবার এই মাশরুম।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য পুনরায় খুলল

জম্মু, ২৯ ডিসেম্বর ঃতীব্র তুষারপাত এবং পিচ্ছিল রাস্তার কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক রবিবার থেকে পুনরায় যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ আধিকারিক জানান , রবিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। যাত্রীদের ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আরও জানান , বানিহাল এবং কাজিগুন্ডের মধ্যবর্তী রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় গাড়িচালকদের ওভারটেক করা থেকে বিরত থাকতে এবং সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর অনুরোধ করা হয়েছে।তবে, তুষার জমে থাকার কারণে মুঘল রোড, সিন্থন রোড, সোনমার্গ-কারগিল রোড এবং ভাদেরওয়াহ-চাম্বা রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।

আবহাওয়া

ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নামবে তাপমাতার পারদ। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ নামবে। সর্বনিম্ন অথবা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার নীচেও নেমে যেতে পারে তাপমাত্রা। মালুম হবে জমজমাট শীতের আমেজ। তার আগে শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৩ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৪ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৯ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৯ পোইনু, আসামঃ১৩ পুহ, মুসলিমঃ২৭-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৮ঃ১৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৮ঃ৫০।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪২ঃ১৮(৩০) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ২১ঃ৫০(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃচতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ৩৪ঃ১৭ দং ৫৩৮৫৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃজ্যেষ্ঠা রাত্রিঃ১১ঃ২৬ঃ৫৮ দং ৪২৫১৩২.৫ পর্যন্ত পরে মূলাকরণঃবিষ্টি বিকাল ঘ ০৩ঃ০৯ঃ০৬ দং ২২৬৫২.৫ পর্যন্ত পরে শকুনি শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ৩৪ঃ১৭ দং ৫৩৮৫৭.৫ পর্যন্ত পরে চতুস্পাদযোগঃগণ্ড রাত্রিঃ১০ঃ১৬ঃ৪৫ দং ৩৯৫৫৬০ পর্যন্ত পরে বৃদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ০১ঃ০৩ থেকে - ০৯ঃ০৯ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৯ঃ৫৯ থেকে - ০২ঃ৫০ঃ৪৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৮ঃ৪৯ থেকে - ০৯ঃ২৫ঃ২৪ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৫ঃ১৭ থেকে - ০১ঃ৫১ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৪৫ঃ১০ থেকে - ০৬ঃ১৮ঃ২১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ৩৩ঃ৩১ থেকে - ০৪ঃ১৬ঃ১৪ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৩ঃ৩৩ঃ৩১ থেকে - ০৪ঃ১৬ঃ১৪ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৩ঃ৩৮ঃ২৮ থেকে - ০৪ঃ৩১ঃ৪৫ পর্যন্ত।।রবেলাঃদিন ১০ঃ১৮ঃ৩৪ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ৩৮ পর্যন্ত। ।লবেলাঃদিন ১১ঃ৩৮ঃ৩৮ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০১ঃ১৮ঃ৩৪ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮১৪১৪৪ (২০) ১ পদচন্দ্রঃ ৮২৫৬১২ (১৯) ১ পদমঙ্গলঃ৩৮৪৩২৩ (৮) ২ পদবুধঃ৭২১১৩৫২ (১৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০১১১৯ (৪) ৪ পদশুক্রঃ১০০১৫৩৮ (২৩) ৩ পদশনিঃ১০১৭৫৫০ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৪১২১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৪১২১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রিলগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৭ঃ২৬ঃ০১ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ১২ঃ৫৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৪৬ঃ১৯ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ১৭ঃ২২ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ৫৭ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৫৬ঃ২০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৫ঃ২২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৩৬ঃ৪২ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৪৬ঃ৫৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০১ঃ০৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ১৬ঃ৪৮ পর্যন্ত।

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ ডিসেম্বরঃ এবার জয়নগরে এক নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে একা পেয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শনিবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার ঢোষা পুলিশ ক্যাম্পের অধীন ধোষা ২ নং পোল এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলা মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল। সেই সময় রাজু সরদার নামে স্থানীয় এক যুবক ঐ মহিলাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। আর ওই সময় স্থানীয় মানুষজন এসে গেলে রাজু সরদার নামে অভিযুক্ত ঐ যুবক পালিয়ে যায়।স্থানীয় মানুষজন ঢোষা পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়ার পরে পুলিশ এসে রাজু সরদারকে গ্রেফতার করে। ধৃতের বাড়ি ঢোষা ২ নং পোল এলাকায়। রবিবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় এবং ঐ মহিলার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়।তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৯ ডিসেম্বরঃ বাঘের কামড়ে মৃত পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলো পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের বন দফতরের রামগঙ্গা রেঞ্জার অফিসের উদ্যোগে পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানার হাত দিয়ে বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল রবিবার। ২০২৩ শে জুলাই মাসে আর্থিক অনটনের কারণে নামখানা নারায়ণপুর থেকে মৃত অন্বেশ্বর ফকির স্ত্রী ভগবতী ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে রামগঙ্গা

রেঞ্জের কলস দ্বীপের চুলকাঠি জঙ্গলে কাংড়া ধরতে যায়।স্বামী স্ত্রী যখন নৌকা নিয়ে বিশ্রাম করছিল তখন অতর্কিতে বাঘ এসে অন্বেশ্বরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর মৃতদেহ উদ্ধার করে বনদপ্তরের লোকজন। বর্তমানে স্ত্রী ভগবতী ফকির এবং তিন ছেলে আর্থিক অনটনের মধ্যে ভুগছিল। তাই সরকারি ঘোষণা মত রবিবার রামগঙ্গা রেঞ্জার শেখ কবির হোসেন, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতির উপস্থিতিতে তাদের হাতে আর্থিক চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন বিধায়ক এবং রেঞ্জার জঙ্গলে যাওয়া নিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে বলেন নিষিদ্ধ কোন জঙ্গলের কাছে মাছ কাংড়া ধরতে যাওয়া বেআইনি, বৈধ পাস নিয়ে যাওয়া উচিত।কয়েকদিনের মধ্যে তাদের পরিবারের কারোর চাকরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ও এদিন জানান রেঞ্জার।

বারুইপুরের বাজি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স খতিয়ে দেখছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৯ ডিসেম্বরঃ বারুইপুরের হারালে বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণের পর তৎপরতা পুলিশের। শুরু হয়েছে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স খতিয়ে দেখার কাজ।শনিবার দুপুরে বারুইপুর থানার হাড়ালে বাজি ব্যবসায়ী পিন্টু মণ্ডলের বাড়িতে মজুদ বাজির বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে শুভঙ্করী সর্দার নামের এক মহিলার। অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বাজি ব্যবসায়ী পিন্টু মন্ডল ও ভক্তি সর্দার। আর সেই ঘটনার পর রবিবার বারুইপুর থানার হাড়াল, বেগমপুর এলাকায় বারুইপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকার ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে।

বারাসাতে উদ্ধার মানব দেহ অংশ

বারাসাত,২৯ ডিসেম্বরঃ বারাসাত পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন হৃদয়পুর এক নম্বর বেঙ্গল কেমিক্যাল সংলগ্ন পুকুর থেকে উদ্ধার দেহের বিভিন্ন অংশ। প্রসঙ্গত গত ৩-৪ দিন ধরেই পুকুরের মধ্যে ভেসে থাকতে দেখা যায় কিছু প্লাস্টিক। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সেই প্লাস্টিক থেকেই ভেসে আসছিল বিকট দুর্গন্ধ। খবর দেওয়া হয় বারাসাত থানার পুলিশকে ঘটনাস্থল থেকে গতকাল রাতে বারাসাত থানার পুলিশ দেহের কাঁটা অংশ প্লাস্টিক বন্দি অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও বিকট গন্ধ এলাকা ছাড়ছিল না। ফের আজ সকালে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং ফের পুকুর থেকে উদ্ধার হয় তিনটি প্লাস্টিক যার মধ্যে অনুমান করা হচ্ছে রয়েছে মানবদেহের অংশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারাসাত থানার পুলিশ।

আন্তর্জাতিক আর্ট কম্পিটিশন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৯ ডিসেম্বরঃ হাওড়ার পাঁচলায় নেতাজি সংঘ ক্লাবের ময়দানে আন্তর্জাতিক আর্ট কম্পিটিশন , প্রদর্শনী ও হস্তকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী পুলক রায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন। এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পুরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস , উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান , হাওড়া জেলাপরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, সংগঠনের কর্ণধার নীলকান্ত মন্ডল প্রমুখ। মূলত শনিবার থেকে এই আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও হস্তকলা প্রদর্শনী শুরু হল । রবিবার ও সোমবার অনুষ্ঠিত হবে কর্মশালা ও প্রদর্শনী । এদিনের এই অনুষ্ঠানে দেশের ও দেশের বাইরের শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী পুলক রায় বলেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খুব ভাল লাগছে। এখানে আসার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমে অতটা ইচ্ছা প্রকাশ করিনি। কিন্তু পরে এখানে এসে বুঝলাম এই প্রদর্শনী এত বিশাল ভাবে হয়েছে তা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। সংগঠনের কর্ণধার ও অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা নীলকান্ত মন্ডল জানান শুধু হস্তশিল্প প্রদর্শনীই নয় , খুবই কম মূল্যে সেসব জিনিস বিক্রি হচ্ছে । যাতে এই শিল্পকলা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় । শনিবার এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১৩০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন । ৮০০ জন শিল্পীর শিল্পকলা প্রদর্শিত হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে বলে জানান তিনি ।

লিলুয়ায় দুই ব্যক্তিকে গণরোষের হাত থেকে উদ্ধার করলো পুলিশ

লিলুয়া, ২৯ ডিসেম্বরঃ লিলুয়ায় দুই ব্যক্তিকে গণরোষের হাত থেকে উদ্ধার করলো পুলিশ। রবিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এরা আশ্রমে পুজোর নাম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তুলছিল। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার লিলুয়ার দক্ষিণ চকপাড়া খালধার এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মারমুখী জনতার হাত থেকে এদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, এই নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। জানা গেছে, এরা সন্তোষী মাতার ছবি দেখিয়ে আশ্রমে পুজোর নাম করে বাড়ি বাড়ি চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন।

এলাকার কোনও একটি ফ্ল্যাটে চাঁদা নিতে গিয়ে এক মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা অভব্যতা করা হয় বলে এলাকায় গুজব রটে যায়। এরপরই স্থানীয় কিছু লোকজন এদের উপর চড়াও হন। রাস্তায় ফেলে মারধর করেন। পুলিশ খবর পেয়ে এসে এদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড কে পরিবেশ বাঁচানোর কারিগর হিসাবে সম্মান জ্ঞাপন

দুরন্ত বার্তা, শেওড়াফুলি হুগলি, ২৯ ডিসেম্বরঃ শেওড়াফুলি উৎসব কমিটি এবং বিশ্ববন্ধু সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজ্যসম্মান তুলে দেয়া হলো, ।

রাজ্যব্যাপী বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশ সচেতনতার জন্য রাজ্যের প্রথম স্থান অধিকার করল পরিবেশ প্রেমী সংগঠন সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড। হুগলি জেলার সম্পাদক সেখ মাবুদ আলীর হাতে মেমোনটো এবং মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য সম্মান তুলে দিলেন ডঃ সঞ্জয় সেন বিশিষ্ট সাংবাদিক। আরও এগিয়ে যাক সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড সবুজায়ণের বার্তা নিয়ে।

রিষড়া পুরসভার পরিচালনায় ৫ দিনব্যাপী সামাজিক অনুষ্ঠান, উপস্থিত সাংসদ বিধায়ক

বনস্পতি দে, রিষড়া হুগলি, ২৯ ডিসেম্বরঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে রিষড়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান ও পাঁচ ও ছ নম্বর ওয়ার্ডের কমিটির পরিচালনায় ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হল। এই অনুষ্ঠানে ছিল সামাজিক সাংস্কৃতিক খেলাধুলা বিভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এই রক্তদান শিবিরে ২২০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করলেন উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি শ্রীরামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা রিষড়া চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায় চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুঁই সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্টরা। ভাইস চেয়ারম্যান রিষড়া জাহিদ হাসান খান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হুইলচেয়ারসহ নানা জিনিস দেওয়া হয় মেধাবীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয় এছাড়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের ২৫০ জনক কম্বল দেওয়া হয় ছিল আঁকা প্রতিযোগিতায়। খেলাধুলাতে খেলোয়াড়দের পুরস্কার দেওয়া হয় এছাড়া পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয় পুরসভার বাইরের এলাকার দুঃস্থ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করা হয়।

গরীব মানুষদেরও সহযোগিতা করা হয়। এই প্রসঙ্গে রিষড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আমরা পাঁচদিনব্যাপী প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠান করে ১৫ বছর ধরে করছি। আমাদের রক্তদান শিবির হয়। সামাজিক প্রকল্প কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান সামাজিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নানা রকম সামগ্রী প্রদান প্রবীনদের সংবর্ধনা সাংবাদিকদের সংবর্ধনা খেলাধুলো সহ নানা রকম সহযোগিতা করি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে । উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা।

ক্লাব সংস্কৃতিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন ঃ মেয়র

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রবিবার আগরতলায় অঙ্গ সঞ্চালনী ক্লাবের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্লাব সংস্কৃতিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাছে। সারা বছর ধরে এই ক্লাবগুলি বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্বে নিজেদের নিয়োজিত করছে। এছাড়াও, ক্লাবগুলির দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের মত কর্মসূচি সাধারণ মানুষের বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কল্যাণের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়।

বালি ব্রিজের ৯৪তম জন্মদিন পালন করলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা

দুরন্ত বার্তা, বালি, ২৯ ডিসেম্বরঃ ২৯শে ডিসেম্বর হাওড়ার বালি ব্রিজের ৯৪তম জন্মদিন পালন করলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের সমবেত চেষ্টায় রবিবার সকালে বালি ব্রিজ অর্থাৎ বিবেকানন্দ সেতুর জন্মদিন সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়। রংবেরঙের বেলুন দিয়ে বালি ব্রিজের রেলিং সাজানো হয়। কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়। এরপর নিজেদের উদ্যোগে সকলকে এই শুভ দিনে মিষ্টিমুখ করানো হয়। জানা গেছে, এবার ৯৪তম বছরে পদার্পণ করেছে ঐতিহ্যবাহী এই বিবেকানন্দ সেতু। যা ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা অশোক চ্যাটার্জি বলেন, বিগত চার বছর ধরে এই অনুষ্ঠান আমরা পালন করে আসছি। বালি ব্রিজে প্রতিদিন

হাঁটতে আসেন দক্ষিণেশ্বর, আলমবাজার, বরানগর, বালি ও উত্তরপাড়ার বহু মানুষ। সবাই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা কেউ শরীরচর্চা করতে বা কেউ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে প্রতিদিন সকালে যারা বালি ব্রিজে হাঁটতে আসি তাঁরা সকলে মিলেই এর আয়োজন করেছি। প্রতি বছরের মতো এবারেও আমরা সকাল ৬টা নাগাদ কেক কেটে বালি ব্রিজের জন্মদিন উদযাপন করেছি। এরপর নিজেরাই সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিনটি উদযাপন করেছি। এছাড়া এই ব্রিজ সম্পর্কে যার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা আমরা আলোচনা করেছি। এইভাবেই আমরা দিনটি উদযাপন করেছি।

সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়াল চণ্ডীতলায়

দুরন্ত বার্তা, চন্ডীতলা হুগলি, ২৯ ডিসেম্বরঃ সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়াল হুগলির চণ্ডীতলা থানার বামনডাঙ্গা লোহারপোল এলাকায়। রবিবার বেলায় চণ্ডীতলার কলাছড়া থেকে ভগবতীপুর যাওয়ার রাস্তার বামনডাঙা লোহারপোল এলাকায় খালের ধরে মৃত শিশুর দেহ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কে বা কারা শিশুর দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে, খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চলাচল করে এই রাস্তায়। গভীর রাতে কেউ বা কারা দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে। তাঁদের আরও দাবি, যদি কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে ফেলা দেওয়া হয় তা খুবই নিন্দাজনক। আশপাশের এলাকায় কোনও নার্সিংহোম, হাসপাতাল রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মনে করা হচ্ছে সদ্যোজাতকে অন্য জায়গা থেকে এনে এখানে খালের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জয়নগরের সাংসদের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার লক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রবিবার সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের উপস্থিতিতে সাংসদের দক্ষিন বারাশতের হরিনারায়ণপুর চৌরস্তার মোড়ের জনসংযোগ কেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির হয়ে গেল। এদিন এই শিবিরে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল সহ উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহকারী সভাপতি আনিসুল আলম সহ আরো অনেকে। এদিন এই শিবিরে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু রোগ,দন্ত, চক্ষু রোগ ও মেডিসিনের একাধিক চিকিৎসক উপস্থিত হয়ে শিবিরে আসা মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। জয়নগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এদিন এই শিবিরে এসে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। এদিন এই ব্যাপারে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য জনপ্রতিনিধি হয়েছি। তাই মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদে এই শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অন্যদিকে এদিন জয়নগরের পদ্মেরহাটে জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমুল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, ব্লক যুব তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি শামিম আহমেদ ঢালী, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।

পাখি পাচারের অভিযোগে ধৃত যুবক

উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রবিবার সকালে গুমা বাজার থেকে বিরল প্রজাতির টিয়া পাখি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বনদফতর। অভিযুক্তের নাম বাপি মজুমদার (৩৭), তার বাড়ি হাবরা থানার হাট থুবাগ্রামে। বনদফতর সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযানে নেমে বনদফতর কর্তৃপক্ষ গুমা বাজার থেকে প্রায় দশটি বিরল প্রজাতির টিয়া পাখি উদ্ধার করে। অভিযুক্ত বাপি মজুমদার পাখিগুলিকে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে এসেছিল। এর আগেও এই যুবক পাখি পাচারের অভিযোগে একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানা গেছে। বনদফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পাখিগুলির উৎস এবং এই ঘটনার সাথে অন্যান্য কোনো ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত বাপি মজুমদারকে বারাসাত আদালতে হাজির করা হয়েছে।

বেলিয়াডাঙা পল্লী সেবা সমিতির উদ্যোগে দুঃস্থদের কম্বল ও শিশুদের পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,২৯ ডিসেম্বরঃ সামাজিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের বেলিয়াডাঙা পল্লী সেবা সমিতি। রবিবার তাদের উদ্যোগে দক্ষিন বারাশতে রোটারি ক্লাব মেট্রো সিটির সহায়তায় শিশুদের পড়াশোনার সামগ্রী ও দুঃস্থ মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

এদিনের এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের ভবেশ মহারাজ, রোটারি ক্লাব কলকাতা মেট্রো সিটির সম্পাদক দীপু মল্লিক,আই এস ড. পারিজাত দে, কলকাতা পুলিশের বরুণ হালদার,আয়োজক সংস্থার সভাপতি প্রদীপ পাত্র,সম্পাদক গৌতম মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন শতাধিক

স্কুল পড়ুয়া ও শতাধিক দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এদিন এ ব্যাপারে রোটারি ক্লাব কলকাতা মেট্রো সিটির সম্পাদক দীপু মল্লিক বলেন, এই ধরনের সমাজ কল্যাণ মূলক অনুষ্ঠানে সবসময় আমরা পাশে আছি। আমরা চাই সুন্দরবনের গরীব মানুষদের পাশে থেকে সবসময় কাজ করতে।আর এ ব্যাপারে আয়োজক সংস্থার সম্পাদক গৌতম মন্ডল বলেন, আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করি। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠান করা হলো।

ফেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বকখালিতে পান্থনিবাস 'মম চিত্তে' এবং পানীয় জলের প্রকল্প উদ্বোধনে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

তাপস পাল, নামখানা,২৯ ডিসেম্বরঃ বকখালির বুকে নয়াপালক। পান্থ নিবাস মম চিত্তে এবং সঙ্গে পানীয় জলের প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হলো। ভাবতে অবাক লাগে আজ বকখালির বুকে পানীয় জলের প্রকল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আজ ফেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত দেখিয়েছে। আজ এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান উদ্বোধক ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর- বকখালী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, ছিলেন ফেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাশিনাথ জানা, ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ঋদ্ধি সরকার, বিরোধী দলনেতা সুমন্ত মন্ডল, রিঙ্কু জানা, নিরুপমা সিট, দেবকুমার মন্ডল সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক গতি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে কোনো রং এর বিচার নয়। উন্নয়ন চলছে চলবে। আজ এই মহতী অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে পান্থ নিবাস মম চিত্তে এবং পানীয় জলের প্রকল্প উদ্বোধন হলো। আমি বলব যে ক্রমশ বকখালিতে টুরিস্ট বেড়েছে। তাই পান্থ নিবাসে অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং সিস্টেম চালু করতে হবে।সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোন প্রস্তাব আমার কাছে যদি আসে আমি নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখে যা কিছু করার করব। কারণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন রাজনীতি নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার বলেছেন, মানুষের উন্নয়নে কোন রঙের বিচার হয় না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, বিশেষ করে এই ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধানকে বলব যে বকখালী এলাকার কোন উন্নয়নের যা সহযোগিতা লাগবে আমি করব। ধর্ম যে যার, উৎসব আমাদের সবার। এবং বকখালিতে হরিণ থেকে শুরু করে কুমির, বানর, যেসব প্রানী মজুদ ছিল সেই গুলো নতুন ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এবং আগামী দিনে যাতে কিভাবে আবার সেই প্রাণীকুলকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় সেই বিষয়টাও আমরা দেখছি। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর- বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত বাবু বলেন, আমরা এই বকখালীর বুকে আমাদের বরাবরই উন্নয়ন চলছে। সবাইকে নিয়ে চললে উন্নয়ন সম্ভব। এখানে অনেক উন্নয়নের কাজ হয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ত্রিফলার লাইট বসানো হয়েছে। কিন্তু বকখালিকে সাজাতে গেলে আরও অনেক উন্নয়নের দরকার। সেটা আমরা সরকারের কাছে এই বকখালীর উন্নয়নের একটি প্রকল্প জমা দিয়েছি। এখানকার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি আশা করছি কয়েকটি সমস্যা রয়েছে সেগুলো কে সমাধান করে আগামীদিনে বকখালিতে আরো উন্নয়ন হবে।এই প্রসঙ্গে ফেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বাড়ানোর জন্যই দীর্ঘদিনের একটা প্রচেষ্টা ছিল তা আজ সফল হয়েছে। এই পান্থনিবাস মম চিত্তে এবং পানীয় জলের প্রকল্প এই দুটোর আজ শুভ উদ্বোধন হলো। এর ফলে পঞ্চায়েতের সাধারণ উন্নয়ন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী হবে। আগামী দিনের সরকারি সাহায্য পেতে আরো সুবিধা হবে।

নিউ বারাকপুর থানার পুলিশের উদ্যোগে শহরের রিক্সাচালকদের শীতবস্ত্র প্রদান

নববারাকপুর, ২৯ ডিসেম্বরঃ ২০২৪ প্রায় শেষের পথে। বিশ্বব্যাপী নতুন বছরের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর। সর্বত্র শিতের মিষ্টি আমেজ উৎসবে এক দারুন উপভোগ্য মরশুম সৃষ্টি করেছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই উৎসবের আড়ালে এক শ্রেণীর মানুষ যারা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে যায়, তারা শীতকে উপভোগ করে না। শীতকে ভয় পায়। এই দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য রাজ্য সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তেমনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বর্তমান নগরপাল অলোক রাজোরিয়া বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে সুষ্ঠু ভাবে ব্যারাকপুর প্রশাসনকে পরিচালনা করছেন। তারই নির্দেশ ও আদর্শে বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম প্রায়শই চোখে পড়ে। নিউ বারাকপুর থানা ও তার

ব্যতিক্রম নয় বরঞ্চ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই প্রান্তিক থানা কিছুটা অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। বর্তমান আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য থানাতে আসার পর থেকে প্রায় এক বছর সময় কালের মধ্যে পুলিশ ও জনগণের মেলবন্ধন কারী যে সমস্ত কাজকর্ম করা হয়েছে। ইতিপূর্বে তা কখনও নিউ বারাকপুরের মানুষ জন দেখেনি। তেমনি এক নজির ধরা পড়ল রবিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণে। নিউ বারাকপুর থানার পাশে রয়েছে রিক্সা স্ট্যান্ড। থানা থেকে বের হলেই দেখা যায় গোটা দশ থেকে বারো রিক্সাচালক শীতে কাপছে। রবিবার সকালে সমাজে রিক্সাচালক দের থানায় ডেকে এনে তাদেরকে শীতবস্ত্র প্রীতি উপহার তুলে দেওয়া হয় নিউ বারাকপুর থানার পক্ষ থেকে। পুলিশের এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগের ভূয়শি সাধুবাদ জানান আপামর পথচলতি মানুষ জন থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সকলেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০ সংখ্যা, সোমবার ১৪ পৌষ, ১৪৩১

সমস্যার সমাধানে ভারত

সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। চারদিক দিয়ে যেভাবে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মাথা স্থির করে রাখতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। এর হাত থেকে রেহাই পেতে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রতিদিনই কোনও না কোন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। গলওয়ান, তিব্বত এবং অরুণাচল এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ভারত। বাংলাদেশে ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে ভত্রাদ্দরত সরকার সতর্ক হয়ে রয়েছে। তার ওপরে মলদ্বীপ রয়েছে। চিন এই সব সমস্যা সৃষ্টি করচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এর পাকিস্তানের আইএসআই রয়েচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। গলওয়ানকে কেন্দ্র শাসিত সীমান্ত অঞ্চল। ফলে ব্যাক ফুটে চলে গিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। চিনও বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে রেহাই পেতে চিন ইচ্ছাকৃতভাবে লাদাখে সীমান্ত ঝামেলা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। যদিও চিনকে সংযত করা গিয়েছে। চিনা সেনারা এখন আর লাইন অব কন্ট্রোল অতিক্রম করে করছে না। ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে জোরজুলুম করছে না। এখন পাকিস্তানকে নিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক চিন্তিত। পাকিস্তান বাংলাদেশকে তাদের অধিকার কায়েম করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। অরুণাচল প্রদেশের ভারত চিন সীমান্ত এলাকা ডোকলামে চিন বহুবার প্রবেশ করে ভারতীয় সেনাদের নজরদারি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। আবার তারা লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে ছিল ভারতীয় সেনাদের। কেন চিন এই সব করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভাববার বিষয়। চিন আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে কোনওঠাসা বলা যেতে পারে। চিন দেশে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সেখানকার প্রশাসনের কোনও সুসম্পর্ক নেই। সবাই সেখানে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। ফলে চিন এমন কিছু করতে চাইছে যে চিন দেশের সমস্ত জনগণ কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করুক। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তো করোনা সংক্রমণ নিয়ে সরাসরি চিনকে দায়ী করেছিলেন। ফলে চিন বেশ বেকায়দায় পড়েছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ একটি নতুন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তার ওপরে রয়েছে পশ্চিম এশিয়াতে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ। নেপাল, হংকং, সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে থাইল্যান্ড সহ ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে চিনা পণ্যের বাজার রয়েছে। ইউরোপ চিনি পণ্যকে বর্জন করত্রাদ্দর ডাক্ত্রদ্রিদন্লে একোবত্রারে উপেক্ষত্রা করতে পারছে না। চিড্ন চাইছে তাদের পণ্য সাধারণ মানুষ কিনুক। দামে অল্প হলেও তারা সেইগুলো কিছু দিনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। একটি জাপানি বা জার্মানি ক্যামেরা কিনতে গেলে সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলে। কিন্তু একটি চিনা ক্যামেরা কিনতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয় না।

বাংলাদেশের পাশে ভারত

ভারত বাংলাদেশকে পাশাপাশি অবস্থান করতে চায় আন্তর্জাতিক স্তরে। কিন্তু ভারতের মধ্যে ক্রমশ অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সেখানে সংঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে ক্রমশ। তবারকি সরকার ধর্ম বিষয়ক উপকমিটি এ ব্যাপারে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তবে এখনই তারা মুখ খুলছে না। ভারত সরকার এ ব্যাপারে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার ওপরে নির্ভর করছে। বাংলাদেশের আওয়ামী লিগের সঙ্গে ভারতের বিজেপি দলের সম্পর্ক ভালো থাকলেও বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলাম কিন্তু ভারতকে সমর্থন করছে না। বাংলাদেশে ছাত্র অভ্যুত্থানের পিছনে পাকিস্তানের আইএসআই থাকতে পারে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ অনুমান করতে শুরু করেছে। আওয়ামী লিগ সরকারেরর পতন, শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় গ্রহণ এবং মহম্মদ ইউনুসের সরকার তৈরি ভাবনা ভারতকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হচ্ছে। যদিও ভারত এখনই বাংলাদেশ বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। বাংলাদেশের সঙ্গে সু সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা ভাবনা নিতে শুরু করেছে সেখানকার মৌলবাদী দলগুলি। বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে যদি কোনও রকমভাবে একটি ধর্মের ওপরে ভিত্তি করে দেশ গড়ে ওঠে তাহলে বাংলাদেশের অন্য ধর্মের লোকেদের খুবই অসুবিধা হবে বলে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। ভারতের জয় শ্রীরাম স্লোগানটা রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা হচ্ছে সামাজিক স্লোগান। হিন্দু ধর্মের স্লোগান হচ্ছে জয় শ্রীরাম। এই স্লোগান ভারতের যে কোনও নাগরিক বলতে পারেন। রামায়ণ, মহাভারত ভারতের দুটি মহাকাব্য। সেই মহাকাব্য সব ভারতীয়রা পড়তে পারে। তা নিয়ে চর্চা করতে পারেন। লেখক এস ওয়াজেদ আলি রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে চর্চা করেছেন। কবি নজরুল ইসলামও রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন। এই দুই মহাকাব্য ভারতীয়দের সম্পদ বলা যেতে পারে। রামায়ণ বা মহাভারত কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব গ্রন্থ নয়। বাংলাদেশ এক সময়ে ভারতের মধ্যেই ছিল। তখন সেখানকার নাগরিকেরা রামায়ণ মহাভারত পড়েছে। আজও বাংলাদেশের বহু পরিবারের সদস্যরা রামায়ণ এবং মহাভারত পড়ে। যে কোনও বিদেশিরা ভারতের এই দুই মহাকাব্য নিয়ে চর্চা করতে পারেন। তার জন্য সরকারের বা কোনও ধর্মীয় নেতার অনুমতি লাগে না। বাংলাদেশের কুমিল্লাতে গত বছর দুর্গা পুজোর সময়ে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে বাংলাদেশের সরকার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

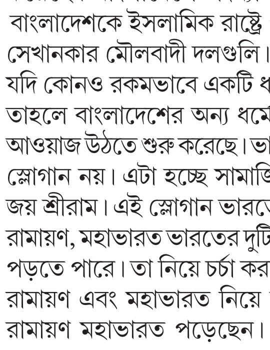

মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃ ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর মা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ।

‘বঙ্গভঙ্গ’ করলেও ভাইসরয় লর্ড কার্জন ভারতীয় শিল্প সৌধের পৃষ্টপোষকতা করে ঐতিহ্যপূর্ণ প্রসিদ্ধ স্থপতিগুলিকে রক্ষা করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের সভ্যতা গ্রীস দেশের সভ্যাতার মতোই প্রাচীন। মিশর, গ্রীস এবং ভারত ছিল প্রাচীন সভ্য দেশ। সেই কারণে এই দেশের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন গ্রীক বীর আলেকজান্ডার। তিনি ভারতে এসেছিলেন বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে। তাঁর ইচ্ছা ছিল ভারতকে গ্রীস দেশের সঙ্গে করে দেওয়া। যার ফলে তিনি গ্রীক সেনাপতি মেগাসিনিসকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। গ্রীস দেসের মতো ভারতেরও দুটি মহাকাব্য রয়েছে। গ্রীস দেশের দুটি মহাকাব্যের নাম হচ্ছে ইলিয়াড এবং ওডিসি। তেমনি ভারতের মহাকাব্যের নাম হচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারত। গ্রীক বীর সম্রাট আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনি আবার গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রতি আস্থা রাখতে থাকেন। যদি তখনও ম্যাসিডোনাতে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসে রয়েছেন। সেই সময়ে বালক আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন দার্শনিক আকিস্টটল। তিনিই আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন প্রাচীন বারতের সভ্যতার কথা। মিশরীয় সভ্যাতার কথা। শিক্ষকের কথা শুনে সেই সময়ে বালক অ্যালেকজান্ডারের ইচ্ছা ছিল তিনি সম্রাট হয়ে ভারত এবং মিশর জয় করবেন। তিনি ব্যালিলন জয় করে মিশরের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ভারত এবং মিশরকে গ্রীস দেসের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। যদিও সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তবুও বলা যেতে পারে গ্রেীস দেশের আতিহাসের পাতায় প্রাচীন ভারতের সভ্যাতার সম্পর্কে বেশ খানিকটা লেখা রয়েছে যা দিয়ে প্রাচীন বারতের পরিচয় মেলে। সেই প্রাচীন ভারতের স্মৃতি সৌধ থেকে শুরু করে ঐহিত্যগুলি হারাতে শুরু করে দিয়েছিল তার একচি মাত্র কারণ হচ্ছে সংরক্ষণ কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে কোনও ধারন্য তৈরি হয়নি ভারতবাসীর মনে। যার ফলে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য হারাতে হয়েছে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বহু প্রাচীন নিদর্শন। সেই সব নিধর্শন যদি থাকতো তাহলে ভারতের সভ্যতা কত কাল প্রাচীন তা নির্ণয় করা সম্ভব হতো। যদিও হরোপ্পা এবং মহেঞ্জেদরো দিয়ে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বিকাশের বেশ খানিকটা পরিচয় মেলে। এর জন্য অতি অবশ্যই রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিরাকালীন ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকারী। অজন্তা ইলোরার চিত্রগৃহগুলি প্রাচীন ভারতের নির্দশন। যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন যে অজান্ত ইলোরা বৌদ্ধ সংস্কৃতি সাক্ষর বহন করছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বারতের সম্পর্ক নিবিড় একথা বলার মধ্যে কোনও ভুল নেই। কারণ তখন নেপাল বারতের মধ্যে অবস্থিত। গৌতম বুদ্ধ তকন একজন বারতীয়। প্রাচীন

ভারতে বহু ছোট ছোট রাজ্য ছিল। নেপালের বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ... খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ভারতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে লর্ড ক্যানিং প্রতিষ্ঠা করলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। সেখানে তিনি আলেকজান্ডার কানিংঘামকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। লর্ড কানিং ১৮৬১ সালে ভারতের ভাইসরয় হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কানিংঘাম ভারতের ঐহিত্য এবং সৌদ্ধগুলির রক্ষা করার ব্যাপরে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে ভারতের স্মৃতি সৌধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন তিহাস প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাকে রক্ষাবেক্ষণ করার কথা ভাবা শুরু হয়েছিল। এর ফলে ভারতের বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ নিদর্শন গুলি রক্ষা পায়। তিনি ছিলেন একজন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার এবং পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন। তিনি রয়্যাল ইঞ্জিনিয়াস সংস্থা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জেমস প্রিন্সেপ সঙ্গে কানিংঘামের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতের ভারতের ব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে জেমস প্রিন্সেপের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি জার্নাল অব এশিয়াটিকঅব বেঙ্গল পত্রিকার প্রতিষ্ঠিত সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি যেমন অর্নস, কোসাম্বী, নালন্দা, পদ্মাবতী, শ্রাবস্তি, তক্ষশিলা, বৈশালী প্রভৃতি স্থানগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি গৌড় রাজ্যে সন্ধান করে ২৪ টি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে। এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকরী আইন থেকে শুরু করে আর্কিলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। যার ফলে প্রাচীন ভারতের যেসব নিদর্শনগুলি অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে ছিল তাকে প্রকাশের আলোকে এনে উপস্থিত করেছিলেন তিনি। ভারতের আর একজন ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্মৃতি সৌধ থেকে শুরু করে ঐতিহ্যপূর্ণ নিদর্শনগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান পৃষ্টপোষক লর্ড কার্জন ৭ জানুয়ারি ১৯০০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একরটি বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন যে সরকারের কাজই হচ্ছে ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে রক্ষাবেক্ষণ করা। তিনি এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘‘In the course of my recent tour, during which I visited some of the most famous sites and beautiful or historic buidlings in India, I more than once remarked in reply to Municipal addresses, that I regarded the conservation of ancient monuments as one of the primiry obligations of Government. We have a duty to our forerunners, as well as to our contemporaries and to our descendants- nay our duty to the two classes in itself demands the recognition of an obligation to the former ’। তিনি আরও বলেছিলেন যে ‘‘ndia is covered with visible recods of vanished dynasties, of forgotten monarchs, of persucuted and sometimes dishonoured creeds. The monuments are for the most part, though there are no notable exceptions, in British British Territory and on soil belonging to Government. Many of them are in out-of-the-way places, and are laible to the combined ravages of tropical climate, in exuberant flora, and very often a local and ignorant population, who see only in an ancient building the means of in-expensively raising a modern one for their oen convenience. All these circustances explain the peculiar responsibility that rests upon Govt. of India.” তিনি সব সময়ে বিশ্বাস করতেন যে শিল্প এবং সৌন্দর্যকে ধর্মের বাধা থেকে দূর করতে হবে। ধর্মীয় বাধা যেন সেখানে আসে কোনও রকমভাবে বাধার সৃ,টি না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা উটিত। তাহলে শিলপ এবং সৌন্দর্যকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি এ ব্যাপারে পরিস্কার করে বক্তব্য রেখে

ছিলেন,‘‘Art and beauty, and the reverence that is owing to all that has evolved human genius, or has inspired human faith, are independent of creeds, and in so far as they touch the sphere of religion are embraced by common religion of mankind. Viewed from this standpoint, the rock temple of the Bhramans stands on precisely the same fooitng as the Budhist Vihara, and the Mahammedan Musjid as the Christian Cathedral. There is no principal of artistic discrimintion between the Mausoleum of the depot and the sepulchre of the saint”। সব কিছুকেই সমানভাবে দেখতে হবে এবং তাকে সংরক্ষিত করতে হবে। কোনও তফাৎ সৃষ্টি করা চলবে না। ধর্মীয় আচার আচরণ দেখে তাকে পার্থক্য করা চলবে না। সব ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহিত প্রতিষ্ঠানুগুলিতে সমান দৃষ্টি দেখে তাকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে ভারতের প্রাচীন সব ঐতিবাহী মন্দির থেকে শুরু করে মসজিদগুলি সংরক্ষিত হতে থাকবে। ভারতের বিভিন্ন যুগ ধরে বিভিন্ন ররমের শিল্পকলা থেকে শুরু করে সৌন্দর্যময় ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন গড়ে উঠেছে যা বলতে গেলে দুর্লভ তাকে রক্ষা করা উচিত। গ্রীক ব্যাক্টেরিয়ান রাজধানি কাল থেকে শুরু করে ইসলামি শাসন কালের নির্দশনকে অতি অবশ্যই রক্ষাবেক্ষণ করতে হবে। কার্জনের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে একটি দার্শনিক অসম্প্রদায়িক বক্তব্যের রেশ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,‘‘To us the relics of Hindu and Mohommedan, of Buddhist, Brahmin and Jain are from the antiquarian, the historical and the artistic point of view, equally intersting and equally sacred ” তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে দুর্লভ নিদর্শনগুলিকে অতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ইতিহাসকে যদি জানতে হয় তাহলে এই সব প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই সত্যিকারের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তবেই বারতের প্রাচীন সভ্যাতার ইতিহাস সকলের সামনে প্রসারিত হতে থাকবে। ই দিকে লক্ষ্য রেখে বেশ কিছু পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছিল। লর্ড ক্যানিং ১৮৬০ সালে আর্কলোজিক্যাল সার্ভে অব নর্দান ইণ্ডিয়া স্থাপন করেন এবং আর্কলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার স্থাপন করার পাশাপাশি আকেলজান্ডার কানিংঘামকে নিয়োগ করেছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে জেনারেল ক্যানিংঘাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে ‘জার্নাল অব আর্কলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেছিলেন। মুম্বই সার্ভের জেমস বার্গ এ ব্যাপারে কানিংঘামের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ওয়েস্টার্ন এবং সাউদার্ন ইণ্ডিয়া সাফল্যের সঙ্গে কানিংঘাম, যখন ডাইরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার তখন তাঁকে অনুসরণ করে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল যে লর্ড কার্জন আরও উৎসাহিত হয়েছেন অনাবিস্কৃত প্রকাশ করার ব্যাপারে। এ বাপারে আরও ব্যাপক চর্চার পরিধি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন, ‘‘I hope to assert more definitely during my time the imperail responsibility of Gvernment in respect of Indian antiquities to inaugurate or to persuade a more liberal attitude on the part of those with whom it rests to provide the means, and to be a faithful guardian of the priceless treasure-house of art and learning that has for a few years at any rate, been committed to my change ” দেখতে পাওয়া গেল যে লর্ড কার্জনের দৃষ্টি থেকে কোনও কিছুই ভ্রষ্ট হতে পারেনি বা আড়ালে থাকতে পারেনি।

ভারতীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করা ব্যাপারে লর্ড কার্জন সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটি মারত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল যে তিনি বাংলাকে ভাগ করে দিয়ে বাংলার মানুষের কাছে অপ্রিয় হতে থাকেন। তাঁর বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তকে কেউই গ্রহণ করে নিতে পারেনি।

সন্ত্রাসমুক্ত পশ্চিম এশিয়া গড়তে ইজরায়েল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

সন্ত্রাস মুক্ত পশ্চিম এশিয়া গড়তে ইজরায়েল আহ্বান জানালো। ইজরায়েল আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল গাজা থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মেরে ফেলা হবে। তাদেরকে খতম করে দেওয়া হবে। গাজার নিরপত্তা দায়িত্ব গ্রহণ করবে

ইজরায়েল। তার ফলে গাজা এখন ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণ চলবে। এদিকে ইজরায়েল রাষ্ট্রপুঞ্জকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে হামাস সন্ত্রাসের হাত থেকে পশ্চিম এশিয়াকে মুক্ত করতে তারা গাজার দিকে স্থলবাহিনী অভিযান শুরু করছে। উত্তর দিকে থাকা প্যালেস্টাইনদের দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিকে হামাস প্যালেস্টাইনদের সরে যেতে নিষেধ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল হামলার ভয়ে বহু সাধারণ নাগরিকেরা উত্তর গাজা ত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের সেনা বাহিনী প্রবেশ করতে শুরু করেছে। খুব ধীর গতিতে তারা গাজার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লুকিয়ে থাকা হামাস সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল সেনা গোয়েন্দারা। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বলা হয়েছে প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ সরে গেলে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এদিকে ইজরায়েল ভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে লেবাননের সক্রিয় মৌলবাদী সংগঠন হিজিবল্লা ও তাদের মিত্র দেশ ইরান নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও ইজরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা কাউকে ভয় পায় না। ইজরায়েল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার থেকে একচুলও পিছু হটবে না। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে হামাস জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে। তারা যেন অতি দ্রুত ইজরায়েল সেনাদের হাতে সাদা পতাকা তুলে হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমপর্ণন করে। পাশাপাশি ইজরায়েল এদিকে আকাশ পথ দিয়ে কয়েক লক্ষ বার্তাপত্র ফেলেছে। সেখানে লেখা রয়েছে সাধারণ নিরীহ নাগরিকেরা যেন গাজা ভূখণ্ড ত্যাগ করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। এদিকে পানীয় জল, খ্যদা এবং জ্বালানি অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। রেড ক্রস থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের আশ্রয় শিবিরে বহু গাজা বাসিন্দারা আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইজরায়েল তিন লক্ষ সেনা মজুত করেছে গাজা সীমান্তে। হামাস জঙ্গির তল্লাসির কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকজন হামাস সন্ত্রাসবাদীদের ধরে হত্যা করেছে ইজরায়েলের সেনা বিভাগ। এদিকে গাজা ভুখণ্ডে লুকিয়ে থাকা হামাসদের খুঁজে বের করতে ইজরায়েল গোয়েন্দা বাহিনী সক্রিয় হতে শুরু করেছে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন গাজায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ইজরায়েলের রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানিয়েছে যে উত্তর গাজা থেকে সাধারণ প্যালেস্টাইনদের সরে যাওয়া উচিত। কারণ এই দিক দিয়ে ইজরায়েল সেনারা গাজার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। হামাস সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তারা সাধারণ মানুষকে বলছে যেন গাজা পরিত্যাগ না করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ইজরায়েল বাহিনী প্রবেশ করার আগেই স্থান ত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। গোটা গাজা এখন বলতে গেলে আতঙ্ক নগরীতে পরিণত হয়েছে। হিজবোল্লা জঙ্গি সংগঠন গেরিলা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইজরায়েল সেনাদের ক্ষতি করতে পারেনি। ইজরায়েল এবারে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। কুয়েত থেকে শুরু করে ইরান এবং ইরাক বাদ পড়ছে না ইজরায়েল হানা থেকে। ফলে ইরান, ইরাক এবং তুরস্ক এখন ইজরায়েল ভয়ে আতঙ্কিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখপাত্র বলেছেন ১১ লক্ষ প্যালেস্টাইন দক্ষিণ দিকে সরে গেলে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ইজরায়েল থেক বলা হয়েছে হামাস এতদিন ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল। তখন কি রাষ্ট্রপুঞ্জ চোখ বন্ধ করে ছিল? এখন কাজ হচ্ছে হামাসের হাত থেকে পণ বন্দিদের উদ্ধার করা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ ভারত শাসন কালে। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা সচিব ফ্রেডরিক জন লণ্ডনের সরকারের কাছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৪ সালে এই প্রস্তাব গিয়েছিল ভারতের গর্ভনর জেনারেলের কাছে। এটি উডের প্রস্তাব নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কার্যকর হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বারভাঙা মহারাজ মহেশ্বর সিং বাহাদুর এগিয়ে এসেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে এলাকা ছিল লাহোর থেকে শুরু করে রেঙ্গুন এবং সিংহল পর্যন্ত। মেডিকেল কলেজ আগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মেডিকেল কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। জব্বলপুরের সরকারি বিজ্ঞান কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসেছিল। ১৮৫৮ সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। ১৮৮২ সালে প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমুখী বসু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এবং উপাচার্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম কোলভিল। নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিভি রমন এবং রোনাল্ড রস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেছেন। ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এবং পালি বিভাগ খোলা হয়েছিল। এক সময়ে বার্মার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল।

পাঠকদের কলম থেকে

ঐতিহ্যবহনকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাচীন নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৮০৬ সালে কলকাতায় ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই বছরে ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মুম্বইতে। ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা তৈরি হয়েছিল ১৮৪০ সালে। ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ তৈরি হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। কলকাতা থেকেই শুরু হয়েছিল ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা। আগ অনেকগুলি বেসরকারি ব্যাঙ্ক ছিল। যদিও আগে প্রায় সব ব্যাঙ্কই বেসরকারি ছিল। একমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়া। তারপরে ১৯৫৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে। ১৮০৬ সালে ব্যাঙ্ক ক্যালকাটা নাম পাল্টে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হল ১৮০৯ সালে। তারপরে বোম্বাই ব্যাঙ্ক এবং মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতে স্টেট ব্যাঙ্কের ২২,২১৯টি শাখা অফিস রয়েছে। ৬২,৬১৭টি এটিএম রয়েছে। বিশ্বে ৩১টি দেশে ২২৯ টি শাখা রয়েছে। এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত সরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। এখন বহু দেশের সঙ্গে সরাসরি আর্থিক লেনদেন শুরু হয়েছে ভারতীয় টাকায়। আগে ডলারের বিনিময়ে লেনদেন হতো। এখন ভারত সরকার টাকা দিয়ে লেন করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় টাকার মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। ডলারের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। বেশির ভাগ দেশ এখন তাদের টাকার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন করতে ইচ্ছুক। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক বিশ্বের বৃহত্তম করপোরেশন তালিকায় ২২১ তমস্থান লাভ করে রয়েছে। এই ব্যাঙ্ক বিশ্বে ৪৯ তম সেরা ব্যাঙ্ক। কলকাতায় প্রথম ব্যাঙ্ক শিল্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। **-শঙ্করলাল কর্মকার, কলকাতা।**

মাতৃশক্তি-আরাধনা তারাপীঠ মন্দির

তারা পীঠের কালী মন্দির বিখ্যাত। বহু ভক্তরা এখানে এসে পুজো দিয়ে যায়। বিদেশিরাও এসে পুজো দিয়ে থাকে। লোকেরা বোলপুর বা শান্তিনিকেতনে এলেই একবার করে তারাপীঠের মায়ের মন্দির দর্শন করে যায়। সাধক বামাক্ষ্যাপা এখনকার প্রধান তন্ত্র পুরোহিত ছিলেন। তারপীঠের কালীর আর এক নাম হচ্ছে শ্মশান কালী। তন্ত্র কালী। তান্ত্রিকেরা এখানে এসে কালী সাধনা করে থাকে। এখন কালী মন্দির পাড়ায় পাড়ায় একটি বা দুটি করে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি এলাকায় কালী মন্দির। এর কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখতে পাওয়া যায় বাংলায় এক সময়ে তন্ত্র সাধনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। সাধক বামাক্ষেপা এবং হালি শহরের রামপ্রসাদ সেন ছিলেন কালীসাধক। আবার বামাক্ষ্যাপা ছিলেন তারাপীঠের তন্ত্রসাধক। তারাপীঠে আগে মন্দির ছিল না। মা কালী ছিলেন একেবারে উন্মত্ত। সেই কালীর পুজো করতেন বামাক্ষ্যাপা। তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন। আবার শবসাধনাও করতেন। শব সাধনা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সাধনা। তান্ত্রিকেরা মনে করে তন্ত্র সাধনা যারা করতে সক্ষম হয় তারা সব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তান্ত্রিকেরা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে রোগ সারানোর কাজে ব্রতী হয়। আবার বহু তান্ত্রিক রয়েছে যারা শক্তির অপব্যবহার করতো। সেই কারণে তন্ত্রিকদের ভয় পেতে শুরু করে সমাজ। সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করে তান্ত্রিকেরা। আবার রামপ্রসাদ সেন ছিলেন কালী ভক্ত। তিনি কালী প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে তিনি কালীর ভজনা করতেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা থেকে শুরু করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তারাপীঠের মায়ের প্রতি ভক্তি ছিল। **-নবনায়াণ ব্যানাজি।**

অবশেষে ধরা পড়ল জিনাত, চতুর্থ ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু বাঘিনী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ তিন জেলার একাধিক জঙ্গল ঘুরে অবশেষে বন্দি জিনাত। চতুর্থ ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু বাঘিনী। রবিবার বিকেল ৪ টে নাগাদ বাঁকুড়ার গোঁসাইডিহিতে বাঘিনীকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়। ওই গুলিটি তার শরীরে লাগে। তাতেই কাবু জিনাত। গত ১৫ নভেম্বর, মহারাষ্ট্রের তাডোবা ও আন্ধেরি ব্যাঘ্রপ্রকল্প থেকে সিমলিপালে আনা হয় জিনাতকে। গত ২৮ নভেম্বর ঘরছাড়া হয় সে। ঝাড়খণ্ডে জামশেদপুর বনবিভাগ হয়ে চাকুলিয়ার জঙ্গলে আসে। বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝোড়ে দিনদুয়েক ছিল বাঘিনী। তারপর ময়ূরঝর্ণা হয়ে পুরুলিয়ায় রাইকা পাহাড়ে যায়। খাবার, জল ও পাহাড় লাগোয়া জঙ্গলে বাসস্থান অনুকূল থাকায় সেখানেই দিব্যি ছিল সে। তবে হাতি তাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করেন বনদপ্তরের কর্মীরা। হুলাপার্টি, মশাল, পটকায় বিরক্ত হয়ে লোকালয়ে চলে যায় জিনাত। মানবাজারের ডাংরডির জঙ্গলে ছিল সে। তবে শুক্রবার রাতে জালের নিচ দিয়ে পালায় জিনাত। তারপর থেকে বর্তমানে মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধারের কোল ঘেঁষা রানিবাঁধ ব্লকের বন পুকুরিয়া ডিয়ার পার্কের কাছে গোঁসাইডিহিতে চলে যায়। বাঘিনীর ডেরা বদলের খবর পাওয়ামাত্রই এলাকায় পৌঁছান রাজ্যের মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ পশ্চিম চক্র) বিদ্যুৎ সরকার, বাঁকুড়ার ডিএফও দক্ষিণ প্রদীপ বাউড়ি, এডিএফও মধুরমিলন ঘোষ-সহ বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক, সুন্দরবন থেকে আসা শুটারের দল। শনিবার বিকেলে গোঁসাইডিহিতে প্রথমবার বনদপ্তরের কর্মীদের ক্যামেরাবন্দি হয় জিনাত। বাঘিনীকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়। তবে সে সময় গুলি লক্ষ্যভেদ হয়। এরপর দ্বিতীয়বার জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। নেটের বাইরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ১০ মিটার অন্তর অন্তর নেট ফেনসিং বরাবর একজন করে কর্মীকে রাখা হয়। রাতে আরও দুটি ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়। তবে বারবার বনকর্মীদের চোখে ধুলো দেয় জিনাত। রবিবার বিকেল ৪ টে নাগাদ আবারও জিনাতকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। তাতেই কাজ হয়। ঘুমপাড়ানি গুলিতে অচেতন হওয়ার পর জাল দিয়ে বাঘিনীকে ঘিরে ফেলা হয়। এরপর বনদপ্তরের গাড়িতে তাকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়। বনদপ্তরের দাবি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে জিনাত।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই কাপড়ের দোকান

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ নন্দীগ্রামের তেখালি বাজারে একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বাজার চত্বর। তড়িঘড়ি ছুটে আসেন আশেপাশের দোকানদাররা। তাঁরাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাজারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরের দিকে আচমকা একটি দোকানে আগুন লাগে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তা দোকানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে আসেন মালিক। দোকানটি কাপড়ে ভর্তি থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে যায়। লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রায় সব কাপড়। বাইরে হাওয়া চলায় তা আরও ছড়িয়েছে বলে অনুমান। পরপর দোকান থাকায় পাশের দোকানে তা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর যায় দমকলে। ইঞ্জিন আসার আগে স্থানীয়রা অনেকটা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান। অগ্নিকাণ্ডের জেরে অনেক টাকার কাপড়ের ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করছেন দোকানের মালিক।

দীর্ঘ আড়াই বছর পর জেলা কমিটির বৈঠক তৃণমূল কার্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ আড়াই বছর পর জেলা কমিটির বৈঠক হলো বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার আশীষ ব্যানার্জি, সুদীপ্ত ঘোষ, জেলা

সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ। এতদিন অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে জেলা কমিটির বৈঠক দীর্ঘ আড়াই বছর হয়নি। বা দল নতুন কাউকে জেলা সভাপতি ঘোষনা করে নি। দলনেত্রী নিজে বীরভূম দেখতেন এবং কয়েকজনকে নিয়ে কোর কমিটি গঠন করে দেন। সেই কমিটিতে বিভিন্ন সময়ে সদস্যের সংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যেকোন বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলের চেয়ার ফাঁকা রেখে আলোচনা হতো। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, দলের মন্ত্রী থেকে জেলা সভাধিপতি এবং অন্যান্য সকলের একটাই বার্তা আগামী বছরের ১ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত দলীয় কর্মসূচি পালন করতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত ব্লকের বুথে দল খারাপ ফল করেছে সেখানে দশ জন করে বুথ সদস্য, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিধায়ক নিয়ে বৈঠক করে ফলাফল নিয়ে আলোচনা হবে। দলের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা সারানো হবে। পাশাপাশি, রামপুরহাট, বোলপুর ও সিউড়ি শহরে দলের খারাপ ফল নিয়েও পর্যালোচনা হবে। আগামী বিধান সভা নির্বাচনে জেলায় এগারোটি আসনেই তৃণমূল জিতবে। পাশাপাশি কেতুগ্রাম, আউশগ্রাম ও মঙ্গলকোট দখলে রাখবে।

টাকা দিয়ে পাশ করানোর অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ এ বছর যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছে। সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী হাজার টাকা করে দিলেই তাদের টেস্ট পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়া হবে, এমনি অভিযোগ উঠে এলো ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর সন্তোষিনী বিদ্যা চক্র হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছে তাদের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্সোনালি ফোন করে তাদের বলেছেন হাজার টাকা দিলেই টেস্ট পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়া হবে। রীতিমত ছাত্র-ছাত্রীরা হাজার টাকা করে প্রধান শিক্ষককে দেওয়ার পর এই ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে টাকা ফেরত দেওয়ার ও আশ্বাস দেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তবে এই বিষয় নিয়ে বিধাননগর সন্তোষিনী বিদ্যা চক্র হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অলক কুমার বিশ্বাস জানান ফর্ম ফিলাপ ও লেট ফাইন বাবদ হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, এরই পাশাপাশি শিক্ষামূলক ট্যুর করার জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে। টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান অনেক সময় খুচরো টাকা থাকে না সেই কারণেই আগে টাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই খুচরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। স্কুলের সভাপতি শিবেশ ভৌমিক জানান বিষয়টি জানা ছিল না সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি হাজার টাকা দিলে পাশ করানো হবে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অপরাধমূলক কথা, এই বিষয় নিয়ে কোন রেজুলেশন ও পাস করানো হয়নি সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখা হবে যদি বেআইনি ভাববে টাকা নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে ছাত্র-ছাত্রীদের।

পোল্ট্রি ফার্মে আগুন, পুড়ে ছাই দুই হাজার মুরগি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শনিবার গভীর রাতে জেলার পঞ্চানন্দপুর গ্রামের একটি পোল্ট্রি ফার্মে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় এক হাজার মুরগি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোল্ট্রি ফার্মের মালিক শ্রীমন্ত ঘোষ দাবি করেন, আগুনে প্রায় দুই হাজার মুরগি পুড়ে গেছে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় লোকজন জানায়, শনিবার রাত ২টো নাগাদ প্রায় ১০ কাঠা জমির ওপর নির্মিত পোল্ট্রি ফার্মে আগুন দেখতে পেয়ে দমকল সার্ভিস ও প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকল সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় লোকজনও আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের সহায়তা করেন। এই ঘটনায় পোল্ট্রি খামারের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

হোস্টিং সেমিনার এবং পালমোনারি অসুস্থতা ও বায়ু দূষণ নির্মূল নিয়ে প্রচারাভিযান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বায়ু দূষণজনিত কারণে পালমোনারি ও শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ক্রমবর্ধমান উদ্বেগগুলি মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগে দুর্গাপুর সেন্ট্রাল (আরসিডিসি) এবং আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল যৌথভাবে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এদিন দুর্গাপুরের পিয়ারলেস ইন-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে যৌথ প্রয়াস চালানো হয়। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদ্দার চেয়ারম্যান শ্রী কবি দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারির প্রাক্তন রাজ্যপাল ডঃ রিন্টু গুহ নিয়োগী, আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নীরজা শাস্ত্রী এবং রোটারিয়ান নির্মল ঘোষ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরসিডিসি সভাপতি রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়াল, সচিব রোটারিয়ান সন্তোষ মহেশ্বরী, আরসিডিসি-র অন্যান্য সম্মানিত সদস্য এবং নিকটবর্তী রানীগঞ্জ, বোলপুর রাঙ্গামাটি, উখরা, দুর্গাপুর এলিট, অ্যারো সিটি এবং স্মার্ট সিটি-র জেলা পর্যায়ের রোটারিয়ানরা। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত পেশাদারদের একত্রিত করে এই আলোচনাসভা এই অঞ্চলে বায়ু দূষণের সঙ্গে যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত অসুখগুলির উদ্বেগজনক বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোকপাত করে। আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ডঃ প্রশান্ত কুমার মূল ভাষণ দেন। তার উপস্থাপনায়, একটি বিস্তারিত অডিওভিজুয়াল বিভাগ, এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় ব্যবহারিক পদ্ধতির উপর জোর দেয়। এই প্রচারাভিযানটি দূষণের মাত্রা কমাতে সক্রিয় ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। আরসিডিসির সদস্যরা পরিবেশ বান্ধব অনুশীলন গ্রহণ, সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং শিল্প ও যানবাহনের উৎস থেকে নির্গমন হ্রাস করার বিষয়ে শিক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের। আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোটারিয়ান সুপর্না সেনগুপ্ত রোটারিয়ান ও তাদের পরিবার, যাদের মধ্যে ডিসকাউন্ট পুলমোনারি ও শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা পরীক্ষা রয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করেন। দুর্গাপুরের রোটারিয়ান অতনু মুখোপাধ্যায় এই সেমিনারের আয়োজন করেন। দুর্গাপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়াতে আরসিডিসি এবং আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল উভয়ের অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এটি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত হওয়ার একটি পরিষ্কার আহ্বান হিসাবেও কাজ করে।

অনুপ্রবেশ রোধে পুলিশ ও বিএসএফের নজরদারিঃ গ্রেফতার ২০০-র বেশি বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃনদীয়া জেলায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ রোধে জেলা পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ নজরদারিতে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে ২০০-র বেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে একাধিক বাংলাদেশি এবং তাদের আশ্রয়দাতা ভারতীয় দালাল। সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় ১১০ কিলোমিটার জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে নজরদারি জোরদার করেছে বিএসএফ। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক আলোর স্তম্ভ, যা রাতের অন্ধকারেও নজরদারিকে সহজ করেছে। কিন্তু শীতের ঘন কুয়াশার সুযোগে মাঝেমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত পার করে ভারতে প্রবেশ করছে। এদিকে বিএসএফের এই নজরদারির মধ্যেও অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটায় প্রশ্ন উঠেছে নজরদারির কার্যকারিতা নিয়ে। রাজ্যের শাসক দল এই বিষয়টিকে নিয়ে সমালোচনা করছে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা জানান, সীমান্তে কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়ছে। অন্যদিকে, সীমান্ত এলাকার আরেক বাসিন্দা বলেন, বিএসএফের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও দালাল চক্রের কারণে এই সমস্যা বাড়ছে। এছাড়াও নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ ইতিমধ্যেই ব্যাপক চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করেছে অনুপ্রবেশকারীদের। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আত্মগোপন করে থাকা এই অনুপ্রবেশকারীদের সাথে দালাল চক্রের সদস্যদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলা এবং কলকাতাতেও অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অনুপ্রবেশ রোধে রাজ্য পুলিশ এবং জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনটাই খবর প্রশাসনিক সূত্রে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি শুধু সীমান্ত এলাকায় নয়, রাজ্যের অভ্যন্তরেও বাড়তি সজাগ থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখাচ্ছে।

নাটকীয় মোড়, চাঁচোলে আদিবাসী মহিলা খুনে চাঞ্চল্যকর দাবি ধৃতের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ চাঁচোলে আদিবাসী মহিলা খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। খুনের ঘটনায় ধৃত আবু তালেব জানিয়েছে, সে একা ওই কাজ করেনি। ওই মহিলার স্বামীও ঘটনার সঙ্গে জড়িত। মালদার চাঁচোলের একটি আমবাগানে এক মহিলার দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল বৃহস্পতিবার। শুক্রবার ওই মৃতদেহ তাঁর বাবা শনাক্ত করেন। এদিকে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ ওই মহিলার সঙ্গে এই আবু তালেবকে চিহ্নিত করে। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। রবিবার তাকে চাঁচোল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ তাকে গতকাল থেকেই ধারাবাহিক জেরা করছে। জেরায় খুনের কথা সে স্বীকার করে নিয়েছে বলেও পুলিশের দাবি। ধৃত ব্যক্তি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ এলাকারই বাসিন্দা। দীর্ঘ সময় ধরে ওই মহিলার সঙ্গে তার যোগাযোগও ছিল। এদিন ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় ধৃত প্রকাশ্যে দাবি করে, ঘটনার সঙ্গে মৃতার স্বামীও জড়িত। এই বক্তব্যে নাটকীয় মোড় সামনে এল। পুলিশ এই বক্তব্যকে খতিয়ে দেখছে। গতকালই তদন্তে জানা গিয়েছিল, বছর ১৫ আগে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল। সাংসারিক অশান্তির কারণে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে চাঁচোলে বাপেরবাড়ি এসে থাকছিলেন। তাঁর তিন সন্তানও আছে। বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের কারণে এই খুন। প্রাথমিকভাবে তেমনই মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ব্যক্তির সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল? কেন ওই মহিলাকে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হল? নিছকই প্রতিহিংসা, নাকি অন্য কোনও বড় কারণ? সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু কেন মৃতার স্বামী খুন করবেন? তাহলে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল? এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ওই মহিলার সঙ্গে ধৃতকে দেখা গিয়েছিল। প্রাক্তন স্বামী কি আমবাগানে ছিলেন? কীভাবে তিনি জড়িত ওই খুনের সঙ্গে? সেই তথ্য খোঁজার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

পড়তে বেড়িয়ে নিখোঁজ ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৯ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপে পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র। গতকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়েও এদিন রবিবার পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। জানা গেছে, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত ইটখোলা এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিত ঘোষ সমুদ্রগড় হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র। আর পাঁচটা দিনের মতন শনিবার সকালে নবদ্বীপে একটি শিক্ষকের কাছে বায়োলজি পড়তে যাবে বলে সমুদ্রগড় থেকে ট্রেন ধরেছিল সে। নবদ্বীপ স্টেশনে তাকে দেখাও গিয়েছিল তারপর থেকেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গতকালই নাদনঘাট থানা, নবদ্বীপ আরপিএফ সহ একাধিক জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিখোঁজ ছাত্রের পরিবার। এই প্রসঙ্গে নিখোঁজ ছাত্রের মায়ের দাবি গতকাল একাধিক বার নবদ্বীপ স্টেশনে থাকা সিসিটিভি ফুটে সম্পূর্ণ তাদের দেখানোর কথা বললে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে তারা তা দেখায়নি। রেলের তরফে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন নিখোঁজ ছাত্রের পরিবার। স্বভাবতই ঘটনার জেরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

ফুলিয়ায় তৈরী হওয়া ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি উদ্বোধন ঘিরে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে শান্তিপুর ফুলিয়ায় তৈরী হল অত্যাধুনিক মানের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি। আগামী ৪ জানুয়ারি এই কলেজের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং ঘোষণা বিজেপির। এদিন নদীয়ার ফুলিয়ায় বিজেপির পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে কলেজ উদ্বোধনের কথা জানালেন বিজেপি নেতা তথা শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী। ২০১৫ সাল থেকে ফুলিয়া আই টি এই কাম্পাসে এই কলেজের পঠন- পাঠন শুরু হয়। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক ফুলিয়া আই টি আই ক্যাম্পাসের পাশেই এই কলেজের মেন ক্যাম্পাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো বরাদ্দ করা হয় ৮০ কোটি টাকা। কাজ শেষ হওয়ার পর এবার দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রী এবার এই কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। তবে শুধু তাই নয়, এতদ দিনে এত বড় আর্থিক প্রকল্প এই প্রথম বলেই জানান বিজেপি নেতৃত্ব। তবে শুধু কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রীই নন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিধানসভার বিজেপির বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, এবং একাধিক বিধায়কের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠান কে সর্বাঙ্গীন ভাবে আলকময় করবে বলে জানান বিজেপি। তবে একদিকে যখন শান্তিপুরের তাঁত শিল্প বিলুপ্তির পথে অপরদিকে বস্ত্র শিল্প নিয়ে এত বড় কলেজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, এই প্রসঙ্গে বিজেপি জানান রাজ্য সরকার তাঁত শিল্প কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার কারণ। অপরদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে কলেজ তৈরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কতটা কর্মসংস্থান হবে তাই নিয়েই এখন বড় প্রশ্ন রাজ্যের।

আসানসোলে বিক্ষোভ বাসযাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ ডিসেম্বর ঃ তল্লাশির নামে যাত্রীবাহী বাসে কার্যত হামলা চালানো ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ এমভিআইয়ের বিরুদ্ধে! চালক ও খালাসিকে মারধর করার ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, যাত্রী-সহ বাসটিকে ১০ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার মারাত্মক অভিযোগও উঠেছে! ঘটনায় প্রবল হয়রানির শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। রবিবার বিকেলে আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীরা এই অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান। রাঁচি-আসানসোলে দূরপাল্লার বাসে যাত্রীদের হয়রান করার অভিযোগ পরিবহণ বিভাগের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাসের নথিপত্র খতিয়ে দেখার নামে চালক ও খালাসিকে বেধড়ক মারধর করা হয়। মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘন্টাখানেক বাসটিকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যাত্রীদের কোনও কথা শোনা হয়নি। তাঁদের নামতেও দেওয়া হয়নি বাস থেকে। কুলটির রামপুর চেকপোষ্ট সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে আসানসোল সিটি বাসস্ট্যান্ডে বাসটি পৌঁছায়। বাসের চালক ও যাত্রীরা ক্ষোভ উগড়ে দেন। সোমবার জেলা পরিবহণ দপ্তরে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হবে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এমভিআই অফিসাররা।

কালিন্দী নদীর ভাঙনে বিপন্ন চাষের জমি, বিপাকে নুরপুর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের নুরপুর ব্যারেজ সংলগ্ন কালিন্দী নদীর তীব্র ভাঙনে দিনের পর দিন চাষের জমি বিলীন হচ্ছে নদীগর্ভে। ফলে মাথায় হাত পড়েছে এলাকার কৃষকদের। আগামী দিনে এই ভাঙন রাজ্য সড়ককেও বিপন্ন করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। নুরপুর ব্যারেজটি কালিন্দী নদীর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় বহু বছর আগে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষিজমি সেচের সুবিধার্থে নির্মিত এই ব্যারেজ বর্তমানে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ব্যারেজের পাঁচটি লক গেটের মধ্যে দুই থেকে তিনটি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর ফলে লক গেটের পাশে পলি ও বালির স্তূপ জমে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। নদী এঁকেবেঁকে নতুন পথে বইতে শুরু করায় ভাঙন সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ভাঙনে বিস্তীর্ণ চাষের জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকদের জীবিকা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে,

রবিবার নুরপুর ব্যারেজের অবস্থা ও নদী ভাঙন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সিপিআইএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা এবং তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলেছেন। তাদের বক্তব্য, নুরপুর ব্যারেজ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকায় ভাঙন সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবে মানিকচকের বিজেপি নেতা গৌড়চন্দ্র মণ্ডল দাবি করেছেন, ব্যারেজের রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হলেও ভাঙন প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া রাজ্য সরকারের কর্তব্য। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন। নুরপুর ব্যারেজের লক গেট মেরামত এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে দুই সরকারের যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সীমান্ত থেকে উদ্ধার মোবাইল, টাকা সহ বিদেশি মদ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উদ্ধার মোবাইল, টাকা সহ বিদেশি মদ। মালদার হবিবপুর থানার অন্তর্গত ভারত বাংলা সীমান্তে, শ্রীরামপুর অঞ্চলের, কলাইবাড়ি এলাকায়। গোপন সূত্র খবর পেয়ে বিএসএফের একটি দল কলাই বাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ৫২ টি মোবাইল, পঞ্চাশ হাজার টাকা সহ প্রায় ২০ টি বিলেতি মদের বোতল উদ্ধার করে ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে শনিবার দুপুর বেলা হঠাৎ কলাই বাড়ি এলাকায় দীপঙ্কর মন্ডলের বাড়িতে হানাদেয়। যদিও হানা দিয়ে দীপঙ্কর মন্ডলকে ধরতে পারেনি বিএসএফ। বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় । কলাইবাড়ি এলাকার ওই ব্যক্তি বাড়িতে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তল্লাশি। সেই তল্লাশি চলাকালীন উদ্ধার করে সামগ্রিক হবিবপুর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে তার স্ত্রীকে আটক করে হবিবপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/129/035/24-25/R (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of C.C. passages at the Bye Lane of R. K. Sarani Road near Premises No. 424/3, etc. S. Sarani near Premises No. 16B etc. & others in Ward No.-129.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,96,800.13.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **08.01.2025 (Upto 11 A.M.).** Tender will be opened on: **10.01.2025 (11 A.M.).** The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 (From 5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XV/134/073/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)

Name of the work: **Renovation of surface drain with allied works at Methor Para, Alif Nagar area near Premises Nos. J17, J24, G379 etc. in Ward No.-134, BR-XV under slum area.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,18,758.78.** Earnest money: ₹ **8,400.00.** Period of completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **31.12.2024 - 12.00 Noon.** Documents download/sell start date (online): **31.12.2024 - 4 P.M.** Documents download/sell end date (online): **11.01.2025 - 4 P.M.** Bid submission start date (online): **31.12.2024 - 4 P.M.** Bid submission closing date (online): **11.01.2025 - 4 P.M.** Bid opening date for technical proposals (online): **13.01.2025 - 4 P.M.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/071/071/2024-2025/BUSTEE

Name of the work: **Repairing of Bustee latrine at 5, 6, 8 Rup Narayan Nandan Lane etc. in Ward No.-071.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,448.05.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/071/075/2024-2025/BUSTEE

Name of the work: **Development of Bustee drainage at 1, 3 Debendra Ghosh Road, 28, Sambhunath Pandit Street in Ward No.-71.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **3,99,931.12.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/071/072/2024-2025/R

Name of the work: **Restoration of I.P. footpath and passages and different works at 7/1 Rup Narayan Nandan Lane, 51, 31/1, Dhirendra Nath Ghosh Road etc. in Ward No.-71.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,086.65.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **08.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **10.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/35/2024-2025

Name of the work: **Restoration of asphaltum road surface to be disturbed by W/S Deptt. at 35, Muktaram Babu Street to 177A C. R. Avenue in Ward No.-041.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,86,710.77.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **09.01.2025 - 11 A.M.** Date and time of opening of tender: **11.01.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.12.2024 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE-III/014/13/24-25 (2nd Call)

Name of the work: **Cleaning of water body at 33/C/1 B. B. Ghosh Sarani in Ward No.-14.** Estimated cost: ₹ **1,57,260.00.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **09.01.2025 upto 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **11.01.2025 on or after 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **31.12.2024 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

NIT No. - KMC/EE_PS/III/30/6/24-25 published in this Newspaper on **18.12.2024** (Key No. 1065/24-25) of **Park and Square Department** (Sl. No. 2). Last date and time of submission of bid extended upto **04.01.2025 at 1 P.M.** instead of 26.12.2024 at 1 P.M. (1128/24-25)

ফ্যাশন- রূপচর্চা

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মডেল ‘আনক’

২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির একজন স্ট্রিট ফটোগ্রাফারের তোলা এক কিশোরীর ছবি হঠাৎ করেই ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেই ছবি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির একাধিক মডেলিং এজেন্সি এই নারীর খোঁজ শুরু করে। তাঁর সঙ্গে চুক্তি করতে চায় তারা। সেদিনের সেই কিশোরীই আজকের সুপারমডেল আনক ইয়াই। আনকের জন্ম ১৯৯৭ সালের ২০ ডিসেম্বর মিশরের কায়রোতে এক খ্রিষ্টান পরিবারে। জন্মের পরপরই তাঁর পরিবার সুদানের খার্তুমে চলে যায়। সেখানে কয়েক বছর থেকে তাঁর পরিবার পাকাপাকিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়।আনক তাঁর আফ্রিকান পরিচয়, সংস্কৃতি নিয়ে খুবই গর্বিত। তাঁর মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষাকে সব সময় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মা সেবিকা, বাবা চাকরিজীবী। একমাত্র বোন আলিম যুক্তরাষ্ট্রের একটা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। আনক মডেলিংয়ে বেশ কিছু ইতিহাস গড়েছেন। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মডেল হিসেবে তিনি ২০১৮ সালে প্রাডার রানওয়েতে হেঁটেছেন। আনকের চূড়ান্ত সফলতার পর মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে কৃষ্ণাঙ্গ মডেলের ব্যাপক চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।

আনক যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্লাইমাউথ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে জীববিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক করেন। শ্যানেল, প্রাডা, লুই ভুঁতো, ফেন্ডি, ডিওর থেকে শুরু করে গত ৮ বছরে বিশ্বের প্রথম সারির অনেক ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন আনক ইয়াই। ভোগ, হারপার বাজারসহ বেশ কিছু প্রথম সারির ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে দেখা দিয়েছেন আনক। ২০২৪এর মেট গালায় সবচেয়ে আলোচিত পোশাকগুলোর একটি আনক ইয়াইয়ের পরনের এই বডি হাগিং গাউন। এটি ৯৮ হাজার ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি। সৌন্দর্যের ধারণা বদলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আনক ইয়াই। তবে ব্যক্তিজীবনকে পেশাজীবন থেকে আলাদা, লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এই মডেল। অনেকেই আনককে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মডেল হিসেবে রায় দিয়েছেন! আনকের বিভিন্ন ছবি বা ভিডিওর নিচে ‘এই সৌন্দর্য পৃথিবীর নয়, অন্য কোনো গ্রহের’, ‘অবিশ্বাস্য, পরাবাস্তব, অনিন্দ্যসুন্দর’এই ধরনের মন্তব্য চোখে পড়বে হরহামেশাই।

আনক এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনকারী মডেলদের অন্যতম। রানওয়ে, ফটোশুট, বিজ্ঞাপন, এন্ডোর্সমেন্ট থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে আনকের চাহিদা রয়েছে তুঙ্গে। অস্কার, কান ইত্যাদি চলচ্চিত্র উৎসব থেকে বিশ্বের প্রথম সারির ফ্যাশন উৎসব সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লালগালিচায় নিজস্ব ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করে আনক হয়ে উঠছেন পরিচিত মুখ।

শীতে ঠোঁট ফাটে, তাই দরকার হয় নিয়মিত যত্নের

আমি একজন পুরুষ। বয়স ৩৫ বছর। ৪ বছর ধরে শীত এলেই আমার ঠোঁট ফাটে। শীতে নিয়মিত ভ্যাসলিন অথবা লিপজেল ব্যবহার করি, তারপরও ঠোঁট ফাটছে। মাঝেমধ্যে হাসলে ঠোঁট ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। কেন এমন হচ্ছে?

পরামর্শঃ ঠোঁট আমাদের শরীরের অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ। এ অংশের ত্বক অত্যন্ত পাতলা। ফলে শীত ঋতুতে রুক্ষতার কারণে ঠোঁট ফাটার সমস্যা সাধারণ ঘটনা। নানা কারণে ঠোঁট ফাটার সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাধারণত তৈলাক্ত গ্রন্থি না থাকায় ঠোঁট দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত গরম অথবা তীব্র শীতে ঠোঁট ফাটার সমস্যা বেশি দেখা যায়। কারও যদি থাইরয়েডের সমস্যা থাকে, শরীরে ভিটামিন ডি ও আয়রনের ঘাটতি থাকে কিংবা অ্যালার্জি ও অটো ইমিউন ডিজিজ থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার কারও ক্ষেত্রে জল কম খাওয়ার কারণে এমনটি হয়। বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানো, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর মতো কিছু বদভ্যাসের কারণেও এটি হতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে প্রথমত ভালো মানের লিপজেল ব্যবহার করুন। কিছু লিপজেলে সানবার্ন প্রতিরোধব্যবস্থা থাকে, এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। মুখ ধোয়ার পর ও রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে লিপজেল লাগিয়ে নিন। প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল খান। আশা করি এতে সমস্যা কেটে যাবে। এরপরও অবস্থার উন্নতি না হলে একজন ডার্মাটোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়ে সমস্যার কারণ নির্ণয় করে সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন।

বানরের জরুরি অ্যালার্মে হয়রান

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বাড়ি থেকে কিছুক্ষণ পরপরই জরুরি অ্যালার্মের সংকেত আসছিল। ওই সংকেত দেখে ওই বাড়ির মালিককে বিপদ থেকে মুক্ত করতে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান এমআই৭ ন্যাশনাল গ্রুপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় জানিয়েছে, বড়দিনের এক দিন পরই নর্থডেল এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণকক্ষে বারবার জরুরি অ্যালার্মের সংকেতবার্তা আসছিল। বিষয়টি তাদের চিন্তিত করে তোলে। তারা ভাবছিল, নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি বড় কোনো বিপদে পড়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় বলা হয়, তাদের মধ্যে এমন ভাবনা জন্ম নেয়, নিশ্চয় তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তাসেবা নেওয়া ব্যক্তিটি বড় কোনো বিপদে পড়েছেন। বিষয়টি চিন্তা করে তারা দ্রুত ওই বাসায় নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকটি ইউনিট পাঠিয়ে দেয়। সেখানে যাওয়ার পর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে যা শুনলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। বার্তায় আরও বলা হয়, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রথম দলটি বাড়ির সামনে আসার পর সেবাগ্রহীতা তাঁদের জানান, তিনি কোনো জরুরি অ্যালার্মের সংকেত দেননি। একটি বানর তাঁর ঘরে ঢুকে ওই জরুরি সংকেত পাঠানোর দূরনিয়ন্ত্রণ বোতামটি চুরি করে নিয়ে গেছে। ওই ব্যক্তি বলেন, বানরটি বোতাম নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। এ কারণে নিরাপত্তাকর্মীরা ওই বোতামের সংকেত পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, বানরটি কোথাও বসে ওই বোতামে চাপ দিচ্ছে। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বার্তায় আরও লিখেছেন, ‘ঘটনাটি বেশ অস্বাভাবিকই বটে। তবে সেবাগ্রহীতা ওই ব্যক্তি দূরনিয়ন্ত্রণ বোতামের ‘চোরকে’ তাড়া করার পক্ষে নন। তিনি ওই ‘লুণ্ঠনকারীকে’ সেই জিনিস নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে দিতে চান।

কৃষক আত্মনির্ভর হলেই গ্রামীণ এলাকার বিকাশ ত্বরান্বিত হবে ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

বিশালগড়, ২৯ ডিসেম্বর ঃ কৃষক আত্মনির্ভর হলেই গ্রামীণ এলাকার বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ত্রিপুরা কৃষিক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য, গণবন্টন ও পুনর্নবীকরণ শক্তিমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী রবিবার সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের বর্কোবাড়ি পাড়া পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন। পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বর্কোবাড়ি পাড়ায় পি এম কুসুম প্রকল্পের উপকৃত ২৭ জন গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়ের সময় কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার বিকাশে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে পিএম-কুসুম অন্যতম। প্রসঙ্গত, পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ভারত সরকারের পুনর্নবীকরণ শক্তি দপ্তরের যুগ্ম সচিব ললিত বোরা, ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণ শক্তি উন্নয়ন সংস্থার ডিজি মহানন্দ দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিংকু লাথের প্রমুখ।

বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালের মেকআপ কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে

বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালের মেকআপ কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময় সব ধরনের ত্বকেই কিছুটা পরিবর্তন আসে। ত্বকের দ্বিতীয় স্তর ডার্মিসে ঘামগ্রন্থির কাজ কম হয়, ফলাফল ত্বক আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। আমাদের ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা না থাকায় মেকআপে সহজেই ফাটল ধরে। শীতকালে মেকআপ কীভাবে করলে ভালো হবে।

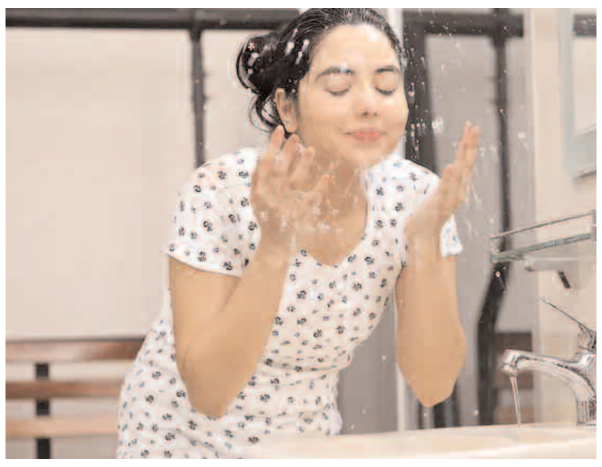

মেকআপের আগে

সাজের আগে ত্বককে প্রস্তুত করতে হবে। শীতকালের শুষ্ক ত্বককে মেকআপের উপযোগী করতে ক্লিনজার-টোনার-ময়েশ্চারাইজার-প্রাইমার (সিটিএমপি পদ্ধতি) লাগানোর পরামর্শ দেন রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচি। তিনি বলেন, এই চার ধাপ অনুসরণ না করলে মেকআপ ঠিকমতো বসে না। ত্বকেও উজ্জ্বলতা আসে না। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নেওয়া উচিত তেলবিহীন ফেসওয়াশ আর স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ ক্লিনজার। কিন্তু সব ধরনের ত্বকের জন্যই বেছে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ টোনার। কারণ, মুখ পরিষ্কার করার পর সব ধরনের ত্বকেই আর্দ্রতার প্রয়োজন পড়ে। ময়েশ্চারাইজারের ক্ষেত্রে তেলবিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভালো। বাজারে সাধারণত জেল, তেল ও সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার পাওয়া যায়। যেকোনো ধরনের ত্বকেই মানায় জেলভিত্তিক প্রাইমার। এটি ত্বকের আর্দ্রতাকে ধরে রাখতেও সহায়তা করে। তবে যাদের ত্বকে ব্রণের দাগ আছে, তাঁরা বেছে নিতে পারেন সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার।

ফাউন্ডেশন

মেকআপের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো ফাউন্ডেশন। ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক ফাউন্ডেশন বেছে নেওয়া জরুরি। শীতকালের জন্য সবচেয়ে ভালো ডুয়েল ফিনিশ ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন পরিমাণে লাগে খুবই অল্প, কিন্তু সব ধরনের ত্বকেই খুব ভালোভাবে মিশে যায়। আলাদাভাবে বলতে গেলে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন তেলবিহীন ফাউন্ডেশন, তেমনি স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ ফাউন্ডেশন।

পাউডার

ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর এটিকে ত্বকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করা হয় পাউডার। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্বকেই ব্যানানা পাউডার বা হোয়াইট টোন পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাউডার ব্যবহারের পর ত্বক বেশি শুষ্ক দেখালে সেটিং স্প্রে দিয়ে পাউডার ও ফাউন্ডেশনকে সেট করে নিতে হবে।

চোখের সাজ

চোখের সাজের ক্ষেত্রে ম্যাট ফিনিশ আইলাইনার ব্যবহার করাই শ্রেয়। চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চোখের পাপড়িতে ব্যবহার করতে পারেন ভলিউম মাসকারা। আজকাল চোখের সাজে গ্লসি আইশ্যাডো বেশ জনপ্রিয়। এর ব্যবহারে চোখে চলে আসবে ভিন্নতা। চোখের বেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন বাদামি রঙের গ্লসি আইশ্যাডো, এর ওপর হালকা শিমার দিলেই চোখের সাজ সম্পূর্ণ।

ঠোঁটের সাজ

শীতকালে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অভাব ও শরীরে পানিশূন্যতার জন্য ঠোঁট শুকিয়ে যায়। শুকনো ঠোঁটে কোনো সাজই ভালো লাগে না। এ সময় ঠোঁটে আর্দ্রতাযুক্ত লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে। এরপর ব্যবহার করতে পারেন গ্লসি লিপস্টিক। কারণ, চোখের মতোই, ঠোঁটের সাজেও চলছে গ্লসি লুকের আধিপত্য।

হাইলাইটার

মুখের ত্বক নরম ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে হাইলাইটার। স্কিন টোন অনুযায়ী বেছে নিতে হবে হাইলাইটার। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন পাউডার হাইলাইটার আর শুষ্ক ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন তরল হাইলাইটার। মেকআপের পর সবশেষে ফিক্সিং স্প্রে দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ঠিক

করে নিতে হবে। এতে মেকআপটিও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ইউক্রেন যুদ্ধে উত্তর কোরীয় সেনারা ব্যাপকভাবে হতাহত

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সেনারা ব্যাপক হতাহতের শিকার হচ্ছেন। শুধু রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে যুদ্ধে গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ার এক হাজার সেনা নিহত বা আহত হয়েছেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি গত শুক্রবার সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন। রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার সেনাদের হতাহতের বিষয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা আগে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, জন কারবির উল্লিখিত সংখ্যাটি তার চেয়ে অনেক বেশি। জন কারবি বলেন, এটা স্পষ্ট যে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সামরিক নেতারা এই সেনাদের বলিযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করছেন। তাঁরা এই সেনাদের ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যূহের বিরুদ্ধে আশাহীন আক্রমণের আদেশ দিচ্ছেন। জন কারবির বক্তব্যের বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে উত্তর কোরিয়ার মিশন তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। অন্যদিকে রাশিয়ার জাতিসংঘ মিশন এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার বাহিনী ‘খুবই উল্লেখযোগ্য’ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। রুশ বাহিনীর দিক থেকে তাঁদের ন্যূনতম সুরক্ষা সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে। ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, এই উত্তর কোরীয় সেনাদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার বিষয়ে রুশ সামরিক বাহিনী বা উত্তর কোরিয়ার দেখভালকারীদের কোনো আগ্রহ নেই। উত্তর কোরিয়ার কিছু সেনাকে ইউক্রেনীয় বাহিনী বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ভলোদিমির জেলেনস্কি।

তিনি বলেন, কিন্তু তাঁরা গুরুতর আহত। তাঁদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপের একটি যুদ্ধে উত্তর কোরীয়দের প্রাণ হারানো উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, চীন যদি এই যুদ্ধের প্রসারণ না করার ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে পিয়ংইয়ংয়ের ওপর বেইজিংয়ের যথাযথ চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

বিলোনিয়ায় গৃহবধূ নিখোঁজ, থানার দ্বারস্থ স্বামী

বিলোনিয়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বল্লামুখ এলাকার গৃহবধূ নিখোঁজ। বিলোনিয়া থানায় নিখোঁজ ডায়রি করা হয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত গৃহবধূর হদিশ পাওয়া যায়নি। বিলোনিয়া থানাধীন বল্লামুখা এলাকার নির্মান শ্রমিক তাপস দাস তিন বছর আগে লাউগাঙ্গ এলাকার প্রতিমা দত্ত দাসের সাথে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শুক্রবার তাপস কাজ থেকে ফিরে দেখেন বাড়িতে তার স্ত্রী নেই। খোজাখুজি শুরু হয়। শ্বশুরবাড়ি সহ আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও না পেয়ে তাপস বিলোনিয়া মহিলা থানায় মিসিং ডায়রি করেন। শনিবার পর্যন্ত স্ত্রীর সন্ধান না পেয়ে রবিবার সাংবাদিকদের বিষয়টি জানান তিনি। তাপস জানিয়েছেন, স্ত্রী অবৈধ সম্পর্ক যুক্ত হয়ে এমন কোন কাজ করেছে কিনা তার জানা নেই। এমনিতে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে মেলামেশা বা কথা বলতে সে দেখেনি। তার অভিযোগ স্ত্রী নিখোঁজের সাথে সাথে তার ঘরে থাকা নগদ ১৭ হাজার টাকা, একটা সোনার চেইন, সোনা বাঁধানো শাখা, সোনার কানের দুল কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আশঙ্কা করছেন তার স্ত্রী এইসব সোনার গয়না ও টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

বাইকের ধাক্কায় বিলোনিয়ায় গুরুতর আহত মহিলা সহ চার

বিলোনিয়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় মহিলা ও পুরুষ চার পথচারী এবং বাইক চালক আহত হয়েছেন। পাঁচ জন আহত হলেও চারজন গুরুত্বর আহত। এই চারজন হলেন বাইক চালক বাবলু দে, পথচারী সুস্মিতা মজুমদার, ডুলু রাণী মজুমদার, রীনা মজুমদার। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানাধীন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিলোনিয়ার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্য থেকে দুইজনকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে এবং অন্য দুইজনকে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন। জানা গিয়েছে, বিলোনিয়ার মনুরমুখে হরিনাম সংকীর্তন চলছে। এই হরিনাম সংকীর্তন শুনার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছু দুর যাওয়ার সময় এই দূর্ঘটনাটি ঘটে। একটি দ্রুতগামী বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎ পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কায় পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা ডুলু রাণী মজুমদার, ত্রিশ বছরের সুস্মিতা মজুমদার ও আটচল্লিশ বছরের রীনা মজুমদার রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পায় ও পা ভেঙ্গে যায়। পাশাপাশি বাইক চালক বাবলু দেও বাইক সহ রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুত্বর আহত হন। খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ।

অসমের ২৭ জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

গুয়াহাটি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অসমের ২৭ জেলায় অনুষ্ঠেয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আজ ২৯ ডিসেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আগামী ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠেয় ২৭টি জেলার জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মোট ভোটার ১,৮০,১৪,৯১৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৯০,৬০,৬৪০, মহিলা ৮৯,৫৩,৮৬৫ জন এবং ৪০৮ জন তৃতীয় লিঙ্গের। নির্বাচন হবে ৩৯৭টি জেলা পরিষদ এবং ১৮১টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। এছাড়া রাজ্যের ২,১৯২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতের অধীন ২১,৯২০টি ওয়ার্ড নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রার্থীরা। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ২৪,৮৮৪টি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে প্রতিটি ওয়ার্ড-ভিত্তিতে। এতে সমস্ত ভোটারের জন্য একটি সংগঠিত ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে বলে মনে করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে অসম সরকার ঘোষণা করেছে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী বছরের (২০২৫) ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হবে। নির্বাচন হবে নতুন নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারিত (ডিলিমিটেশন) এলাকাগুলি নিয়ে।

প্রতিবেশী দেশের অস্থিরতা নিয়ে রাজ্যের কড়া অবস্থানঃ নজরদারিতে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে নতুন নিয়ম

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি অশান্ত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে তার কোনো প্রভাব পড়তে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার।রবিবার ভবানী ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘‘আমরা চাই না প্রতিবেশী দেশের অস্থিরতাকে ইস্যু করে এখানে কোনো অশান্তি হোক। কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ ভালো কাজ করছে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আমরা সন্ত্রাসীদের ধরতে পারছি।শ্রীনগরে ধরা পড়া জঙ্গির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানান, তাকে গ্রেফতার করার আগে রাজ্য পুলিশ তার ওপর নজরদারি চালায় এবং তারপর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তবে রাজ্য পুলিশের কাছে সীমান্ত এলাকায় সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ডিজি রাজীব কুমার বলেন, ‘‘পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন নিয়ে আমরা খুবই সতর্ক। কেউ যাতে পাসপোর্ট ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ধরনের অসাধু কাজ করতে না পারে, সে জন্য বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। ডেপুটি কমিশনার এবং এসপির নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়া হবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে মানুষকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) জাবেদ শামীম বলেন, ‘‘বাংলাদেশে ৭৪ জন জঙ্গি মুক্তি পেয়েছে বলে জানা গেছে। সীমান্ত এলাকা বড় হওয়ায় সেগুলিতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন নিয়ে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা নতুন নিয়ম প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে জানান, ‘‘পাসপোর্টের ক্ষেত্রে একটি নতুন সিস্টেম গড়ে তোলা হবে। যাতে ভুলভাবে কেউ পাসপোর্ট তৈরি করতে না পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি থানায় বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। সন্ত্রাস দমনে রাজ্যের সক্রিয় ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুর থানা এলাকায় পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের পর্দাফাঁস করেছে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মতিলাল গুপ্ত রোডের ২৯৭২ নম্বর বাড়ির মালিক মনোজ গুপ্তার রেস্টুরেন্ট এবং দোতলা ভবনের একটি ট্রাভেলিং এজেন্সির অফিস থেকে এই জালিয়াতি পরিচালিত হতো। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাতভর লালবাজারের সাদা পোশাকের পুলিশ দল ওই রেস্টুরেন্টের পাশে অবস্থান করে। সন্দেহভাজন মনোজ গুপ্তার ট্রাভেলিং এজেন্সির অফিস থেকে জাল পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রেস্টুরেন্ট এবং ট্রাভেলিং এজেন্সি নিয়ে সন্দেহ ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছে। মনোজ গুপ্তা পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মাস্টারমাইন্ড বলে ধারণা করছে পুলিশ।

তার সহযোগীদের খোঁজে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সারারাত ধরে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্ত মনোজ গুপ্তার সঙ্গী সুমিত গুপ্তার বাড়ি সবুজ সংঘ ক্লাবের পাশে বলে জানা গেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই সুমিত গুপ্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে এবং জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধান চালানো হচ্ছে। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এই চক্রের কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য এবং জাল পাসপোর্ট তৈরির আন্তর্জাতিক সংযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শ্রীভূমি শহরে পুলিশি অভিযানে ফের বাজেয়াপ্ত কয়েক কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, গ্রেফতার এক

শ্রীভূমি, ২৯ ডিসেম্বরঃ শ্রীভূমি শহরে সদর পুলিশের হাতে ফের বাজেয়াপ্ত হয়েছে বহু কোটি টাকার মাদকদ্রব্য। চলতি বছরে বহু কোটি টাকার মাদক সামগ্রী বাজেয়াপ্তের পর বছরের শেষ প্রান্তে আজ রবিবার বিশেষ অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে জেলা পুলিশ। জানা গেছে, মিজোরাম থেকে বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য শ্রীভূমিতে আসছে, নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ অভিযান চালায় সদর থানার পুলিশ।

জাতীয় সড়কের কয়েকটি জায়গায় গড়ে তোলা হয় নাকাপয়েন্ট। এক সময় মিজোরাম থেকে শহরে প্রবেশ করে মাদকবাহী এমজেড ০১ এইচ ৮২৫৮ নম্বরের চার চাকার বিলাসী ইনোভা কার। ইনোভার গতি রোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে ৬ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৬৭ গ্রাম হেরোইন, ১০ শিশি ফেন্সিডাইল উদ্ধার করেছেন অভিযানকারীরা। উদ্ধারকৃত মাদক সামগ্রীগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বহু কোটি টাকা হবে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।

মাদক পাচারের অভিযোগে জেলার অন্তর্গত সোজপুর এলাকার বাসিন্দা কাবিল হুসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত কাবিলের বিরুদ্ধে ‘নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫’ (এনডিপিএস)-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

Name Change

I, JAHEDA BEGUM, WIFE OF AZIZUR RAHAMAN, RESIDING AT 2A/H/4 CHATU BABU LANE ENTALLY, KOLKATA, KOLKATA - 700014,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAHIDA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024.THAT JAHEDA BEGUM AND ZAHIDA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

জঙ্গল সাফারি সাপ্তাহিক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পর্যটকের ভিড় সামলাতে ব্যস্ত ছিল কর্মীরা

লাটাগুড়ি গিয়ে হতাশ হলেন পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, লাটাগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দিনটা ছিল বড়দিন। সেই টানে ভিড়ে জমাজমাট লাটাগুড়ি। কিন্তু লাটাগুড়িতে এসে ফোক ফেস্ট উপভোগ করলেও জঙ্গল সাফারি

করতে পারলেন না পর্যটকরা। গত বুধবার লাটাগুড়ি জঙ্গল সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। ফলে এতটা কাছে এসে জঙ্গলে ঢুকতে না পারায় মুষড়ে পড়েছেন অনেকেই। এরআগেও বহুবার জঙ্গল সাফারি সাপ্তাহিক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পর্যটকের ভিড় সামলাতে সাফারির অনুমতি দিত বন দপ্তর। এবছর বন দপ্তরের কাছে সাফারি খোলা রাখার আবেদন জানিয়ে লাভ হয়নি।

বড়দিন থেকে নতুন বছর শুরুর আগে ডুয়ার্সের সব জায়গাতেই পর্যটকদের ভিড় বাড়বে,সেটা আগাম বুকিং দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়িতেও সেঠা হয়েছে। জঙ্গল ঘোরা, বন্যপ্রাণী দর্শন তো রয়েইছে, এবারের অন্যতম আকর্ষণবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ফোক ফেস্ট। দেশি-বিদেশি শিল্পীদের দেখতে অনেকেরই ডেস্টিনেশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই লাটাগুড়ি। এর সঙ্গে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে সোনায় সোহাগা। বড়দিনে পর্যটকদের ভিড় এতটাই ছিল যে এদিন গরুমারার চারটি নজরমিনারের চারটি শিফটে মোট ১২৩টি জিপসি গাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু এদিন লাটাগুড়ির জঙ্গলে জঙ্গল সাফারি বন্ধ ছিল। ফলে কোনও পর্যটককে জঙ্গল সাফারি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি বন দপ্তরের তরফে।

এদিন বেহালার এক বাসিন্দা সপরিবারে গিয়েছিলেন জঙ্গল সাফারি করতে। টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে সবাইকে। একই অভিজ্ঞতা মালদার সুজাপুরের একজনেরও। বললেন, ‘ সঙ্গে এদিন লাটাগুড়ির জঙ্গল ঘুরতে এসেছিলাম। জঙ্গল সাফারি করার টিকিটই পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।’ লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বললেন, অতীতে অনেকবার বিশেষ দিনগুলোতে সাপ্তাহিক বন্ধ থাকলেও সেসব এত কড়াভাবে মানা হত না। বিশেষ দিনগুলোতে জঙ্গল সাফারির জন্য পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতি দিত বন দপ্তর। বললেন, ‘ বছরও ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বন দপ্তরের কাছে জঙ্গল সাফারি খোলা রাখার আবেদন জানানো হয়েছিল। সেটা না মেলায় বহু পর্যটককে ঘুরে যেতে হয়েছে।’ একই বক্তব্য লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের। তাঁর মতে, পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বন দপ্তরের উচিত ছিল এদিন জঙ্গল সাফারি খোলা রাখা। বন দপ্তর যদিও শুধুমাত্র পর্যটকদের কথা ভাবতে নারাজ। লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বললেন, ‘বনে বন্যপ্রাণীদেরও একটি স্বস্তির বিষয় রয়েছে। এদিন সাপ্তাহিক বন্ধ ছিল। সেজন্য নিয়ম মেনে এদিন জঙ্গল সাফারি বন্ধ রাখা হয়।’

জলপাইগুড়ির দিনবাজারে অভিযান চালাচ্ছে পুরকর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ির দিনবাজারে অভিযান চালাচ্ছে পুরকর্তৃপক্ষ। একাংশ ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে দিনবাজারে। দুদিন আগে ব্যবসা বন্ধ রাখা হয়। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে দিনবাজারের ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা দিনবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দোকান পরিদর্শন করেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত বলেন, ব্যবসায়ীদের কাছে আধার ও ভোটার কার্ড খুঁজে তাদের বাংলাদেশি বলার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের নাগরিকের অধিকার আছে ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্তে বসবাস এবং ব্যবসা করার। পুনর্বাসন ছাড়া কোনও উচ্ছেদ নয়, এটা মমতা ব্যানার্জির কথা ছিল একসময়। আমরাও উন্নয়নের বিপক্ষে নই। কিন্তু এর জন্য কারও ক্ষতি হবে সেটা মেনে নেবে না জেলা কংগ্রেস। এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের বার্তা দেন তিনি।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিসের বড় সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শনিবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমা পুলিস আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখের নেতৃত্বে গভীর রাতে মাল থানার ডাম ডিম বাজার এলাকায় মোঃ রাহীদের বাড়ীতে তল্লাশী অভিযান চালায়।মোঃ রাহিদের বাড়ি থেকে ৫৭৫২ টি নেসা করার ট্যাবলেট, ১০৭৮ বোতল কাশীর সিরাফ ,২ টি সোনার নেকলেস ১ টি ব্রেসলেট সহ কানপুর স্থিত সরকারী বন্দুক কারখানায় তৈরি ৩২ ক্যালিবারের একটি রিভলবার উদ্ধার করে। যদিও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিযে.যেতে সক্ষম হয.অভিযুক্ত মোঃ রাহিদ বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

রসিকবিলে মিনি জু চত্বরে বন দপ্তর সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, বক্সিরহাট, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বিশেষ নজরদারি করতে রসিকবিল ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় মুড়তে চলেছে। প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রজুড়ে বন দপ্তর সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শীত পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি রসিকবিলে আসতে শুরু করেছে। অতিথিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় ইতিমধ্যে রসিকবিল জলাশয়ে মাছ ধরায় বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, পরিযায়ীদের ধরতে জলাশয় চত্বরে ওঁত পেতে চোরাশিকারিরা বসে থাকছে। এবার সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে চোরাশিকারিদের গতিবিধিতেও বন দপ্তর নজরদারি রাখবে।

বাম আমলে কোচবিহার রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। শীতের মরশুমে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রকে সাজিয়ে তুলতে বন দপ্তর একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিবছর এই সময় পরিযায়ী পাখিরা রসিকবিলের ঝিলে আশ্রয় নেয়। পরিযায়ী পাখিদের টানে বাংলা ও অসম থেকে পর্যটকরা ভিড় বেড়ে যায়। বন দপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এবারও রসিকবিলে বিভিন্ন দেশ থেকে স্মল প্র্যাটিনকোল, নর্দার্ন ল্যাপউইং, নর্দার্ন পিনটেইল, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড সহ আরও অনেক প্রজাতির পাখি এসেছে জড়ো হয়েছে। এরমধ্যে হাঁস প্রজাতির

পাখিও রয়েছে। এছাড়া গ্রে হেডেড ল্যাপ ইউং, লেজার হুইসলিং ডাক, গ্রেট কর্মোরেন্ট , ওয়াটার হেন, ওয়াটার মুর হেন, ফেরুজিনিয়াস পোচার্ড ও কমন টিল সহ অনেক প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এখানে এসেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পরিযায়ী পাখির কলরবে গোটা রসিকবিল চত্বর মুখরিত। তাই বন দপ্তর ‘তাদের আতিথেয়তায় কোনও রকম খামতি রাখতে চাইছে না। অতিথি পাখিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। তারা যাতে স্বচ্ছন্দে রসিকবিলের চারদিক ঘুরে বেড়াতে পারে, মাছ শিকার করতে পারে সে কারণে বিধিনিষেধ জারি। জেলেদের আনাগোনা থাকলে পাখিরা বিরক্তবোধ করতে পারে। তাই আপাতত শীতের মরশুমে বন দপ্তর রসিকবিলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এখন দূরদূরান্তের পর্যটকরা রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে ভিড় জমাচ্ছেন। আগে মাত্র ১৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল, এখন মিনি জু চত্বরে বন দপ্তর সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর পূর্ব রেল টানাকপুর-দৌরাই-টানাকপুর এক্সপ্রেসের বাড়িয়েছে

গোরখপুর, ২৮ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫০৯৭০৫০৯৮ টানাকপুর-দৌরাই-টানাকপুর এক্সপ্রেসের পরিচালনার সময়সীমা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ২০২৪ সালের ২৮ এবং ২০২৫ সালের সোম, বুধ এবং শুক্রবার টানাকপুর থেকে বাড়িয়েছে। দাউরাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪। মঙ্গলবার ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ০১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার ২৭ রাউন্ডের জন্য নিম্নলিখিতগুলি করা হবে। ১ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে সময়সূচির পরিবর্তনের ফলে, নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে এই ট্রেনগুলির থামার সময়ে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হবে। ফলস্বরূপ, ০৫০৯৭ টানাকপুর-দৌরাই এক্সপ্রেস, ০১ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে, টানাকপুর থেকে ১৮.২০ টায়, খাতিমা ১৮.৪৫ টায়, পিলিভীত ১৯.০৫ টায়, ভজিপুরা ২০.০৫ টায়, নগরী ১ ০ ১ ০ ১ টায় , বেরেলি জং. ২১.২৫ টায ছেড়ে, ট্র্যাটি পরের দিন ১৩.৫৫ টায় পৌঁছাবে, আগের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন স্টেশনে থামবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০৯৮ দৌরাই-ট্যাঙ্কপুর এক্সপ্রেস ১ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে ১৬.০৫ ঘন্টা দৌরাই থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন বেরেলি জং-এ পৌঁছাবে, পূর্বের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন স্টেশনে থামবে। এটি ছাড়বে ০৬.৩৫ টায়, বেরেলি শহর ০৬.৫০ টায়, ইজ্জতনগর ০৭.০৬ টায়, ভজিপুরা ০৭.২১ টায়, পিলিভীত ০৭.৫৮ টায়, খাটিমা ০৮.৪৫ টায়, টানাকপুরে ০৬.৫০ টায় ছাড়বে।

জলপাইগুড়ির পাটকাটা কলোনির দাস বাসভবনের বাসরিক শ্যামা পুজো

জলপইগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির পাটকাটা কলোনির দাস বাসভবনের বাসরিক শ্যামা পুজো দীর্ঘ বছর ধরে রীতি নিয়ম মেনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই পুজো একটি জাগ্রত পুজো, যেখানে ভক্তরা গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে অংশ নেন। পুজোর সময় রাত এবং সকালবেলা ভক্তদের ভিড় জমে ওঠে। বিশেষ করে প্রসাদ গ্রহণ করতে উসুক ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে আসেন। শ্যামা পুজো উপলক্ষে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক বিশেষ উসবের পরিবেশ বিরাজমান। একশো বছরের পুরোনো এই পুজো এখনও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাট শহরে ডব্লুবিএম-র এজেন্ট ইউনিয়নের সভা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণদিনাজপুর, ২৯ ডিস্বের ঃ রবিবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের একটি বেসরকারি সভাগৃহে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভেকেলস অনার্স এজেন্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ৭০জন সদস্য উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মনোজ ঝা, রাজ্য সম্পাদক প্রদীপ সাহা, রাজ্য ইউনিটের কোষাধ্যক্ষ সুজয় বোস, দক্ষিণ দিনাজপুর ইউনিটের জেলা সভাপতি জয়দেব সাহা, সম্পাদক গোপাল রায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই সভায় সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পাচারের আগে উদ্ধার ৪০টি মহিষ, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ অবৈধভাবে মহিষ পাচার! মালবাহী লরির ভেতর মহিষ রেখে জাতীয় সড়ক দিয়ে পাচার করতে গিয়ে নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড়ে নাকা তল্লাশিতে লরিতে মহিষ পাচার আটকালো পুলিশ। ঘটনায় উদ্ধার ৪০টি মহিষ। গ্রেফতার ২জন পাচারকারী। নকশালবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, লরিতে মহিষ পাচার হবে খবর পেয়ে সাতভাইয়া মোড়ে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় লরি আটক করে দরজা মহিষ দেখতে পায় পুলিশ। তুষের বস্তা আড়লে এই মহিষ পাচার করছিল ধৃতরা! ঘটনায.২জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর উদ্ধার হওযা. মহিষ বিহার থেকে আলিপুরদুয়ার হযে.বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা অবমাননা সহ বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নরকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা অবমাননা সহ বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নরকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং চিন্ময় প্রভুর সম্মানে মুক্তির দাবিতে রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠনের উত্তর মালদা সাংগঠনিকে জেলার পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন পরিক্রমা করে। এই প্রতিবাদ মিছিলটি রবিবার দুপুরে সূচনা হয় পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী কোর্ট স্টেশন এলাকা থেকে, মিছিলটি গোটা পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ীর রাজপথ পরিক্রমা করে। রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠনের এই প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর বৈদ্য, তৎসহ উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি শেখর রায় এবং সংগঠনের মালদা জেলা সভাপতি শুভঙ্কর দত্ত মজুমদার ।এই প্রতিবাদ মিছিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক সংগঠনের কর্মীরা পা মেলান। রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলেসংগঠনের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর বৈদ্য জানান, বাংলাদেশের সরকার সনাতন ধর্মের প্রচারক চিন্ময় গোস্বামীকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করেছে ,তার অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি, পাশাপাশি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আজকের আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল । তিনি আরো জানান,আগামী দিনে যদি হিন্দুদের উপর অত্যাচার না কমে তবে আগামী দিনে সারা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে তখন কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না তাই আমরা এই প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি যেতে চাই বাংলাদেশে সরকার যেন এখনো সংযত হয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন বন্ধ করে। তা না হলে এই বিক্ষোভ আরও দীর্ঘতর করা হবে বলেও তারা জানিয়ে দেন।

দুবাইয়ের পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গি সংগঠনের সদস্য করার কাজ শুরু করেছিল ধৃত জঙ্গিরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ঃ জঙ্গি সংগঠনে আত্মঘাতী স্কোয়াড গড়তে পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করেছে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন গুলি। দুবাই থেকে মোটা অংকের টাকা দেওয়া হবে এই লোভ দেখিয়ে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গে। এরপর মগজ ধোলাই করে তাদের জঙ্গি সংগঠনের সদস্য করা হয়েছে। কেরল থেকে ধৃত জঙ্গি সংগঠন 'আনসারউল্লা বাংলার' সদস্য। নাম মহম্মদ শাদ ওরফে সাব শেখ। ধৃত মোঃ শাদকে জেরা করে এই তথ্য জানতে পেরেছে গোয়েন্দারা। এই শাদের সূত্র ধরেই হরিহরপাড়া থেকে একই জঙ্গি সংগঠনের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করে অসম এসটিএফ। যে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুবাই থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হয়েছে তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করেছে গোয়েন্দারা। এদের মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন আস্তানায় রাখা হয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। এদিকে,স্থানীয় সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বিধানসভা এলাকার ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে সাবেরের। সেখানে খিদিরপুর অঞ্চলে কেদারতলা গ্রামে প্রায় ১০ বছর ধরে থাকত বাংলাদেশের বাসিন্দা সাব। কাকার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল সে। পরে রুটি রুজি চালাতে নওদা থানার পিঁপড়েখালি এলাকায় ইসলামি পোশাকের ব্যবসাও শুরু করেছিল সে। সেই ব্যবসা তেমন ভাবে না চলায় পরে ছাগলের ফার্ম খোলে। কিন্তু সেই ব্যবসাও চলেনি। পরে কেরলে পাড়ি দেয় সে। ততদিনে এখানে ভোটার তালিকায় নাম উঠিয়ে ফেলেছিল সে। যদিও কাপড়ের দোকান বা ছাগলের ফার্ম খোলার বিষয়টি অস্বীকার করছেন পিসির পরিবারের লোকজন। তাঁদের দাবি, ছাগলের ফার্ম খুলেছিল পিসতুতো এক ভাই। পরে সে ফার্ম উঠে গিয়েছে। এখন সেখানে সরষে চাষ করা হয়। এমনকি সাদ শেখের পিসির বাড়ির লোকজনের দাবি, সে ধর্ম ভীরু মানুষ ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পাঠ করতেন। গ্রামের মানুষদের হাদিস থেকে জ্ঞান দিতেন। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে, বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে এ রাজ্যে ঢুকেছিল মহম্মদ সাব রাদি। সেই সময়ে তার সঙ্গে একাধিক বার দেখা করেছিল মিনারুল ও আব্বাস। সে ভারতে ঢোকার পরে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, জলঙ্গি এবং আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় একাধিক বৈঠক করেছে জঙ্গিদের স্লিপার সেল। সম্প্রতি কেরল থেকে জঙ্গি সন্দেহে সাব গ্রেফতারের পরেই সহযোগী হিসেবে হরিহরপাড়া থেকে আরও দুজনকে গ্রেফতার করে অসম এস টি এফ। ধৃতদের জেরা করে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য জানতে পাচ্ছে গোয়েন্দারা। আর সেখান থেকেই তথ্য উঠে এসেছে জঙ্গি সদস্য তৈরি করতে দুবাইয়ের পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করেছিল ধৃতরা। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকাংশের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।

ব্রিটেনে ৮৫টি শরিয়া আদালত, বিশ্বের ‘ইসলামিক রাজধানী’

২৯ ডিসেম্বর ঃ ব্রিটেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেশ। অথচ বাড়তে বাড়তে সেই দেশেই শরিয়া আদালতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫টিতে। শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই নয়, এক্ষেত্রে শরিয়া কাউন্সিলগুলির সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তির বাড়বাড়ন্তের বিষয়টিও চোখে পড়ার মতো। যার জেরে আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটেন বর্তমানে শরিয়া আদালতের পশ্চিমি রাজধানী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বহু মুসলিম আজকাল বিয়ে বা পরিবার সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি সমাধান চেয়ে এই আদালতগুলিরই দ্বারস্থ হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতি বিচার করে রীতিমতো উদ্বিগ্ন ন্যাশনাল সেকুলার সোসাইটি। কারণ খ্রিস্টান-প্রধান দেশে যেখানে আইনি বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট আইন-কানুন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট আদালত রয়েছে-সেখানে সে সব ছেড়ে শরিয়া আদালতগুলির প্রতিপত্তি এভাবে বেড়ে যাওয়াকে মোটেই ভালভাবে দেখছে না তারা। প্রসঙ্গত, ব্রিটেনে প্রথম শরিয়া কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮২ সালে। আর গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইসলামিক শরিয়া কাউন্সিলটি রয়েছে পূর্ব লন্ডনের লিটনে। এটি একটি রেজিস্টার্ড চ্যারিটি, যেখানে মুসলিমদের বিয়ে, তালাক (স্বামীর তরফে বিচ্ছেদের দাবি) এবং খুলা (স্ত্রীর তরফে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি) সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। তবে চিন্তা শুধু এই একটি কারণেই নয়। সেকুলার সোসাইটির উদ্বেগের মূলে রয়েছে অন্য বিষয়ও। সেটি হল, এই শরিয়া কাউন্সিলগুলির বিচারে ‘ মুত‘হ’-কেও (বিশেষ ধরনের বিয়ে) প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা নিয়ে স্বয়ং মুসলিম সমাজেই নারীদের একটি বড় অংশের আপত্তি রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য বিতর্কিত আইনও রয়েছে। ব্রিটেনের এই সমস্ত শরিয়া আদালতগুলির প্রধান পদে একের বেশি মুসলিম বিদ্বজ্জনরা থাকেন, এবং পুরুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হন। বিশেষ সূত্রে প্রকাশ, ব্রিটেনে অন্তত এক লক্ষ বিয়েই হয়েছে ইসলাম মতে, অথচ প্রশাসনের কাছে এর কোনও প্রামাণ্য নথি একেবারেই নেই।

ডাকাতির আগে পাঁচজনকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি,২৯ ডিসেম্বর ঃ ডাকাতির আগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। তাদের নাম বাপ্পা সাহনি, ব্রিজেন তামাং, মঙ্গল ঘোষ, করণ বর্মণ এবং রবি রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে ১০-১২ জনের একটি দল কিছু অপরাধ করার জন্য থানার অন্তর্গত পিএনটি রাস্তায.জড়ো হয়েছিল। এ খবর পেযে. পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটক করে. আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।

২৬ তম বার্ষিক বৈঠক জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি,২৯ ডিসেম্বর ঃ রবিবার জলপাইগুড়ির প্রাচীণ গ্রন্থাগার চলন্তিকা লাইব্রেরিতে এক ঘরোয়া পরিবেশে এই গুরুত্বপুর্ন বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত হওয়া মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই আলোচনা বলে জানান জলপাইগুড়ি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির সম্পাদক তপন চক্রবর্তী। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, দেশে ক্রেতা সুরক্ষা আইন রয়েছে, এরপরেও আজও বহু ক্রেতা এই বিষয়ে অবগত নন বলেই বিভিন্ন সংস্থা দারা প্রতারিত হচ্ছেন। সেই বিষয়ে সচেতন করতেই মূলত কাজ করে এই সমিতি।

মা সারদা পাঠচক্রের ৫০ বছর পূর্তি শোভাযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি,২৯ ডিসেম্বর ঃ মা সারদা পাঠচক্রের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়িতে ।শোভাযাত্রাটি জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ঞ মিশন আশ্রমে সেই শোভাযাত্রা শেষ হয। শোভাযাত্রাটিতে মহিলারা লাল পাড় শাড়ি পড়ে সুজ্জিতভাবে শোভাযাত্রার অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার সামনে জলপাইগুড়ি সারদা শিশুদের শিশুরাও এখানে অংশগ্রহণ করে।

হাসপাতালে পরিকাঠামোর কথা স্বীকার বি এম ও এইচের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ কর্তব্যের গাফিলতি রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ। রোগীর মৃত্যুতে কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়িজেলার ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মন্দিরা বোস ময়নাগুড়ি নতুন বাজার বাসিন্দা ডায়রিয়া এবং জ্বর নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে। শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্য রাতে চিকিৎসক বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন বলে রোগীর আত্মীয় পরিজনের বক্তব্য। কিন্তু রেফার না করে কি করে ছুটি দিয়ে দিল সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আত্মীয় পরিজনের। রাতে অবস্থার অবনত ঘটলে আজ সকালে মৃত্যু হয় বলে রোগীর বলে পরিবারের লোকজনের বক্তব্য। কর্তব্যের গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনায় রাতে হাসপাতাল চত্বরে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা জানান। ঘটনা প্রসঙ্গে ময়নাগুড়ি হাসপাতালের বিএমওএইচ ডাক্তার শীতেশ বার বলেন, হাসপাতালের পরিকাঠামোর খানকির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন ঘটনায় ইনকয়ারি টিম বসানো হচ্ছে কোন ধরনের গাফিলতি হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। আগামী দিনে যেন এ ধরনের কোনো ঘটনা না হয় সেই পদক্ষেপ আমরা নেব। তবে রোগীর আত্মীয় পরিজনের তরফে রবিবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। লিখিত অভিযোগ করা হবে বলে জানা যায়।

জলপাইগুড়ির পাড়া নারী জাগরণ সমিতির পুরাণ পাঠের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি,২৯ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি রেসকোর্স পাড়া নারী জাগরণ সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে ৯ দিন ব্যাপী শ্রীমতদেবী পুরাণ পাঠের। সমিতির পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে বিগত বছরে তারা ৭ দিন ব্যাপী ভাগবত পুরাণের আয়োজন করেছিলেন এবারে তারা ৯ দিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দেবী পুরাণের আয়োজন করেছেন, যেখানে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটছে। দার্জিলিং, কালিম্পং সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা এই অনুষ্টানে যোগদান করছেন। যাদের বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যু হযেছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা সহ সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে তাদের এই আয়োজন ।

দুটি বাসে রেষারেষিতে যাত্রী মৃত্যুর পর সজাগ ট্রাফিক পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দুটি বাসে রেষারেষিতে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে দুই বাস চালকের মধ্যে বচসা। এরপরেই চলন্ত বাসের স্টারটিং ধরে ফেললেন আরেক বাসের চালক, এতেই বিপত্তি। ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। যাত্রী প্রতিকালয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টোটো ও যাত্রীদের পিষে দিল বাস। এই ঘটনায় এক শিশু সহ এক যুবকের মৃত্যু। ঘটনায় জখম ১০ থেকে ১২ জন। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা রাস্তা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়ে রবিবার সকাল থেকে তৎপর ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ। রাস্তার উপর কোনো বাস, টোটো দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। পাবলিক বাস টার্মিনাসের ভেতর থেকে যাত্রীরা বাসে উঠে তার পর বাস ছাড়া হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুর শহরে টোটো ও বাস চালকদের রেষারেষি ও দাপাদাপি দিনের দিন বেড়েই চলেছিল। শেষমেষ একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যুর পর শেষমেষ টনক নড়ল পুলিশ প্রশাসনের। এবং আগামীদিনে এই ভাবে চললে অনেকটাই সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। ঘটনার দু ঃখ প্রকাশ করে রেষারেষির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ইসলামপুর বেসরকারি যাত্রী পরিবহন সংস্থার সেক্রেটারি বরুন দাস। এবং পুলিশ প্রশাসনের যে ভাবে আজকে তপরতা দেখা যাচ্ছে সেটা যাতে আগামীদিনেও থাকে। চালকদের বিরুদ্ধে কঠর আইনী পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন তিনি।

রেল মন্ত্রক বছরের শেষ পর্যালোচনা ২০২৪ ভারতীয় রেল ২০২৪ সালে ৬,৪৫০ কিলোমিটার সম্পূর্ণ ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ

বিকাশিত ভারত ২০৪৭-এর অন্বেষণে, ভারতীয় রেলওয়ে ২০২৪ সালে তার রূপান্তরমূলক যাত্রা অব্যাহত রেখেছে, আধুনিকীকরণ এবং অগ্রগতির একটি নতুন যুগের পথ প্রশস্ত করেছে। বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পূরণ, মালবাহী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের উপর দৃঢ় মনোযোগ সহ, রেলওয়ে জাতীয় বৃদ্ধির জন্য একটি অনুঘটক হিসাবে তার ভূমিকাকে দৃঢ় করেছে। আধুনিক স্টেশন, অত্যাধুনিক ট্রেন এবং উদ্ভাবনী নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেল ভ্রমণের ল্যান্ডস্কেপকে নতুন আকার দিচ্ছে। স্থায়িত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, রেলওয়ে ব্যাপক পরিকাঠামো আপগ্রেড এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে চালিত করার সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে সবুজ অপারেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বছর একটি বিশ্বমানের পরিবহন নেটওয়ার্কে পরিণত হওয়ার তার দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেছে, একটি গতিশীল এবং বিকশিত জাতির চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনের সাথে ঐতিহ্যকে মিশ্রিত করেছে।

রেল ট্র্যাক পরিকাঠামো এবং গতি বাড়ানোট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজ

-৬২০০ ট্র্যাক কিমি রেলগুলিকে নতুন রেল দিয়ে পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে।

- ৬৪৫০ ট্র্যাক কিলোমিটারের জন্য সম্পূর্ণ ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে।

- টার্নআউটের মাধ্যমে ৮৫৫০ সেট পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় গতি বৃদ্ধি ঃ গাল্ডেন চতুর্ভুজ এবং তির্যক রুট এবং অন্যান্য বি রুটের অংশগুলিকে কভার করে ২০০০ ট্র্যাক কিমি জুড়ে বিভাগীয় গতি ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বাড়ানো হয়েছে।৭২০০ ট্র্যাক কিমি জুড়ে বিভাগীয় গতি ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্প প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনাঃ ভারতীয় রেলওয়ে ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) এর বিভিন্ন জোনাল রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সমস্ত মুলতুবি মামলা বিবাদ সে বিশ্বাস (চুক্তিগত বিরোধ) নামক এককালীন নিষ্পত্তি প্রকল্পের অধীনে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন টেন্ডারিং মোডে অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার জন্য, আইটেমাইজড কাজের জন্য আলাদা বিল অফ কোয়ান্টিটির জন্য একটি নতুন শিডিউল জি-১ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কনসিলিয়েটরডিএবি সদস্য স্যাট সদস্যসালিশকারী(দের) নিয়োগের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার জন্য মাস্টার পলিসি জারি করা হয়েছে এবং তাদের প্রদেয় ফি। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পিএমএস)প্রজেক্ট সুপারভিশন সার্ভিসেস এজেন্সি (পিএসএসএ) চুক্তির ক্ষেত্রে, পরিমাপ, পরীক্ষার চেক সীমা, উপাদান পাস এবং অর্থপ্রদান ইত্যাদির জন্য পদ্ধতি আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য, প্রকৌশল সংগ্রহ ও নির্মাণ দরপত্র সহ সমস্ত কাজের চুক্তির জন্য প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকনির্মাণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা সহ কাজের দরপত্রের জন্য গ্রহণযোগ্যতার ক্ষমতাগুলি বিভিন্ন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়ানো হয়েছে। মোডাল এসওপি-২০১৮-এর অন্যান্য ক্ষমতাগুলিও প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য মাঠ ইউনিটগুলিতে অর্পণ করা হয়েছে। কাজের দরপত্রের জন্য ইলেকট্রনিক রিভার্স অকশন (ই-আরএ) শুধুমাত্র ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

আচমকা কেন টুর্নামেন্ট ছেড়েই চলে গেলেন বিশ্বের ১ নম্বর ‘বুদ্ধিমান’?

নিউইয়র্ক, ২৯ ডিসেম্বরঃ পোশাক নিয়ে নানা সময়ে নানা বিতর্কের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু, দাবার মতো একটা খেলায় ড্রেস কোড নিয়ে বিতর্কে, বিশ্বের এক নম্বর প্লেয়ার টুর্নামেন্ট ছেড়েই বেড়িয়ে যাচ্ছেন! এমনটা আগে শোনা যায়নি। ম্যাগনাস কার্লসেনের ঘটনা অনেকগুলি প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। নিউইয়র্কে চলছে ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিত্জ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথমে ১৫ মিনিটে র‍্যাপিড টুর্নামেন্ট। তারপর ৩ মিনিটের ব্লিত্জ গেম। গতবার দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হন ম্যাগনাস কার্লসেন। এবার দাবার ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ, এই টুর্নামেন্টে কার্লসেনকে টেক্কা দিয়ে জিততে পারে কিনা এনিয়ে ভারতীয়দের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে বিশ্বের এক নম্বর প্লেয়ার মাঝপথেই টুর্নামেন্ট ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ায় সে আকর্ষণ আর রইল না। ফিডের নিয়ম হল আপনি ক্যাজুয়াল পোশাকে খেলতে পারবেন না। র‍্যাপিডে প্রথম আট রাউন্ডে কার্লসেনের পয়েন্ট ছিল পাঁচ। ন-নম্বর রাউন্ডে তিনি জিনস পরে বোর্ডে চলে যান। আরবিটার

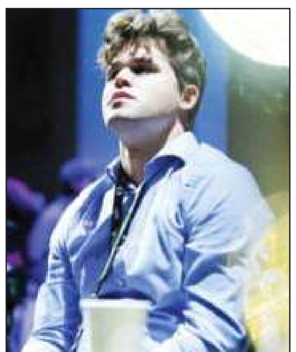

কার্লসেনকে ট্রাউজার বদলাতে বলেন, সঙ্গে ২০০ ডলার ফাইন করেন। কার্লসেন কোনওটাতেই রাজি হননি। ফলে তাঁকে বোর্ডে বসতে দেওয়া হয়নি। পরে ম্যাগনাস জানান এই টুর্নামেন্টেই আর তিনি খেলবেন না। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের টাইটেল ধরে রাখার চেষ্টাও করবেন না। পরে, ইন্টারভিউয়ে কার্লসেন বলেন, তিনি আরবিটারকে বলেছিলেন পরের দিন থেকে আর জিন্স পরে আসবেন না। কিন্তু, তখনই তাঁকে ট্রাউজার বদল করতে বলা হয়। এতে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। তাই গোটা টুর্নামেন্টেই আর না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে ফিডে বলছে এ টুর্নামেন্টেই রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার ইয়ান নেপোনিয়াচিকে খেলার আগে স্পোর্টস শ্যু চেঞ্জ করতে হয়েছে। ক্যাজুয়াল পরে যে খেলা যায় না, তা সবাই জানেন। কার্লসেন বিশ্বের সেরা প্লেয়ার হতে পারেন, কিন্তু নিয়ম সবার জন্য এক। এই নিয়েই এখন তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কেউ বলছেন, এসব পোশাক-বিধি সেকেলে, উদ্ভট ও হাস্যকর। অন্যরা আবার মত দিচ্ছেন, ফিডে শিরদাঁড়া সোজা রেখেছে। স্পনসরের চাপের কথা না ভেবেই তারা কার্লসেনকে স্পেয়ার করেনি।

সন্তোষের ফাইনালে সঞ্জয় সেনের ছাত্রদের হাত ধরে স্বপ্ন দেখছে বাংলা

হায়দরাবাদ, ২৯ ডিসেম্বরঃ সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের অবিশ্বাস্য জয়ে ফিরে এল সোনালী দিন? এই প্রশ্নই এখন ঘোরা ফেরা করছে বাংলার ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে। কারণ আবারও সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলা। সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে সেরা ফুটবল খেলছে বঙ্গব্রিগেড। এই ম্যাচে তারা ৪-২ গোলে সার্ভিসেসকে হারিয়ে ফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। প্রথমার্ধে শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী বাংলা দল যখন ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়, তখন মনে হচ্ছিলো যে এই ম্যাচ খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সার্ভিসেস লড়াই দেখে বেশ কিছুটা উদ্বেগ দেখা দেয়। তবুও শেষ পর্যন্ত বাংলার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ৪-২ গোলে ম্যাচ জিতে ফাইনালে তাদের তুলে নিয়ে যায়। হায়দরাবাদের বালযোগী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সেমিফাইনালে প্রথমার্ধে বাংলা দল সম্পূর্ণ দাপট দেখিয়েছিল। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে তারা। ১৭ মিনিটে মনোতোষ মাজির দুর্দান্ত শটে সার্ভিসেসের জাল কাঁপিয়ে বাংলাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এরপরও বাংলা একাধিক গোলের সুযোগ সৃষ্টি

করেছিল, কিন্তু সেগুলি অক্ষতই ছিল। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে রবি হাঁসদা আরেকটি দুর্দান্ত গোল করেন। নরহরির কাছ থেকে বল পেয়ে তিনি সার্ভিসেসের গোলকিপারকে কাটিয়ে গোল করে বাংলা ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। সেই গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই নরহরি নিজেই গোল করেন। সার্ভিসেসের গোলকিপার তখন বেশ এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু নরহরি ঠান্ডা মাথায় বলটি গোলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে স্কোর ৩-০ করে দেন। প্রথমার্ধে সার্ভিসেসের রক্ষণ ছিল দুর্বল, এবং বাংলার ছোট ছোট পাসে খেলা তাদের রক্ষণভাগকে প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছিল। বিরতির পর সার্ভিসেস একেবারে নতুনভাবে ফিরে আসে। প্রথমার্ধে একদম নিঃস্ব ছিল তারা, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যেন নতুন করে মেজাজে ফিরে আসে। বাংলা দল বেশ কিছু ভুল পাস দিয়ে তাদের সুযোগ দেয় এবং সার্ভিসেস এই সুযোগটি হাতছাড়া করেনি। ৫৩ মিনিটে শ্রেয়স একটি হেড দিয়ে গোল করে সার্ভিসেসকে ৩-১ করে দেয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মঘাতী গোলের মাধ্যমে বাংলা ৩-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা দলের রক্ষণভাগে তখন কিছুটা চাপ তৈরি হয় এবং সার্ভিসেস আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। যদিও সার্ভিসেস আরও একটি গোলের জন্য মরিয়া ছিল, তবে বাংলা রক্ষণ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তাদের গোললাইন সেভের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এভাবেই যখন ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, তখনই আবার বাংলার রবি হাঁসদা তাঁর জাদুকরী পাসের মাধ্যমে আরেকটি গোল করেন। ইসরাফুল দেওয়ানের পাস থেকে রবি হাঁসদা ৪-২ করে সার্ভিসেসের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। সার্ভিসেস তখন আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি, এবং বাংলা ৪-২ গোলের জয় নিয়ে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে যায়।

মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে বছরের সেরা হওয়ার দৌড়ে স্মৃতি

দুবাই, ২৯ ডিসেম্বরঃ আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড় শুরু। মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে এই বছরের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার জন্য চার জন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক জন ভারতের স্মৃতি মন্ধানা। ভারতীয় ব্যাটারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার তিন জন ক্রিকেটার লড়াইয়ে রয়েছেন। ২০২৪ সালে মন্ধানা ১২টি এক দিনের ইনিংসে ৭৪৩ রান করেছেন। চারটি শতরান করেছেন। তাঁর গড় ৬১.৯১ এবং স্ট্রাইক রেট ৯৬.৯৯। মন্ধানার সঙ্গে দৌড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার, শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপত্তু এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। মন্ধানা এই বছর জুন মাস থেকে ফর্মে রয়েছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পর পর দু’টি ম্যাচে শতরান করেছিলেন। এর পর নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও শতরান করেছিলেন তিনি। এই চারটি শতরান তাঁকে সেরার দৌড়ে রেখেছে। উলভার ১২টি ইনিংসে ৬৯৭ রান করেন। তাঁর গড় ৮৭.১২। স্ট্রাইক রেট ৮৭.৩৪। এই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ধারাবাহিক ভাবে রান করে গিয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার চামিরা ৯ ইনিংসে এই বছর ৪৫৮ রান করেছেন। গড় ৬৫.৪২ এবং স্ট্রাইক রেট ১০১.১০। বল হাতে ৯ উইকেটও নিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার সাদারল্যান্ড ৯ ইনিংসে ৩৬৯ রান করেছেন। তাঁর গ। ৫২.৭১। স্ট্রাইক রেট ১০০.২৭। বল হাতে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন অলরাউন্ডার সাদারল্যান্ড। তাঁদের ছাপিয়ে মন্ধানা বছরের সেরা হতে পারেন কি না সেই দিকে নজর থাকবে ভারতীয় সমর্থকদের।

১০-১১’র ৫৫ রানের জুটি

নাটকীয় দিন শেষে ‘লেজে’ জড়িয়ে ভারত

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বরঃ কেউ ভাবেনি ম্যাচ এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়াতে পারে। অন্তত বিরাটের সঙ্গে যশস্বীর ভুল বোঝাবুঝি এবং চার ওভারে তিন উইকেট হারানোর পর তো নয়ই। ভারতকে ফলো অন করাবে কি না অস্ট্রেলিয়া, তখন আলোচনায় ছিল সেটিই। যদিও ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতীশ কুমার রেড্ডি জুটি ভারতে ম্যাচে ফেরায়। প্রথম ইনিংসে ১০৫ রানের লিড নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের পেস দাপটে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। শেষ ঘণ্টায় চূড়ান্ত বিরক্তি। পঞ্চম দিন অবিশ্বাস্য কিছুর প্রত্যাশা। এখান থেকে তিনটি রেজাল্টই সম্ভব। যদিও ভারতের জয়ের সম্ভাবনা খুবই কম। বিরাটের ভাষায়, এক পারসেন্ট চান্সও অনেক! সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে ভারত। যশস্বীর তিন ক্যাচ মিসের পর ভারতীয় শিবিরে চূড়ান্ত অস্বস্তি ছিল। মার্নাস লাবুশেন এবং প্যাট কামিন্স দুর্দান্ত জুটি গড়েন। তিনটি ক্যাচ মিসের মধ্যে লাবুশেন ও কামিন্সের ছিল। অবশেষে জুটি ভাঙার ‘চার্জ নেন’ ডিএসপি সিরাজ। লাবুশেনকে ক্লিন বোল্ড করেন তিনি। ৭০ রানের দুর্দান্ত একটা ইনিংস। মার্নাস লাবুশেন ফিরতেই অজি শিবিরে অস্বস্তি। ভারতীয় শিবির যদিও পুরোপুরি স্বস্তিতে ছিল না। স্কোরবোর্ড সচল রেখেছিলেন কামিন্স। প্যাট কামিন্সের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন মিচেল স্টার্ক। তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে সন্দেহের জায়গা নেই। কিন্তু ভারতের মতোই অজি শিবিরে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াল রানআউট! প্যাট কামিন্সের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। দ্বিতীয় রান নিতে

দৌড়েছিলেন স্টার্ক। মানা করে দেন ক্যাপ্টেন। দীর্ঘদেহী স্টার্কের পক্ষে টার্ন নিয়ে ফেরা চাপের হয়ে যায়। ঋষভ পন্থের দিকে থ্রো এলেও উল্টোদিকে মারতে হত। বল ধরে বুলেট থ্রোয়ে উল্টোদিকে উইকেট ভেঙে দেন ঋষভ পন্থ। রবীন্দ্র জাডেজা প্যাট কামিন্সকে ফেরান। এক্সট্রা বাউন্স, স্লিপে ক্যাপ্টেনের ক্যাচ নেন ক্যাপ্টেন রোহিত। শেষ উইকেট নিতেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হল ভারতীয় দলকে। নাথান লিয়ঁর একটি কট অ্যান্ড বোলের চান্স এলেও সিরাজের হাত ফসকে বেরিয়ে যায় বল। নাথান লিয়ঁ এবং স্কট বোল্যান্ড টুকটুক করে রান যোগ করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা রান সোনার মতোই দামি ছিল। ভারতীয় ফিল্ডাররাও যেন আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছিল। প্রচুর মিস হয়। বুমরাকে আক্রমণে আনতে বাধ্য হন রোহিত শর্মা। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। নীতীশের একটি ডিরেক্ট থ্রো অল্পের জন্য মিস। জাডেজার সঙ্গে ওয়াশিংটন সুন্দরকে আনেন রোহিত। দু-দিক থেকেই স্পিন। লিডে অনেক আগেই ৩০০ পেরিয়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও ইনিংস ডিক্লেয়ারের ঝুঁকি নিতে নারাজ। যতটা সম্ভব ক্রিজে কাটানো এবং রান যোগ করায় নজর দেন লিয়ঁ ও বোল্যান্ড। সাফল্যও আসে। তখনও প্রায় ১৫ মিনিট বাকি। আকাশ দীপকে আনেন। প্রথম ডেলিভারিতেই লেগ বিফোরের সম্ভাবনা। অনফিল্ড আম্পায়ার দেননি। শেষ রিভিউটা নিয়েই নেন রোহিত। যদিও উইকেট মিসিং। ভারতের রিভিউও শেষ। দ্বিতীয় নতুন বলের সুযোগ এলে ওয়েট করেন রোহিত। পুরনো বলে রিভার্স সুইং হচ্ছিল আকাশ দীপের। যদিও একটি ডেলিভারির পরই নতুন বল নেওয়া হয়। একশো বলের পার্টনারশিপ পেরিয়ে যায়। যা ভারতীয় শিবিরে প্রচণ্ড বিরক্তির কারণ। প্রত্যাশিত ভাবেই বুমরাকে আনা হয় উল্টোদিকে। কিন্তু বিরল ফুলটস ডেলিভারি বুমরার। বাউন্ডারি মারেন লিয়ঁ। অবশেষে লোকেশ রাহুলের অনবদ্য ক্যাচ! কিন্তু নাটকের তখনও বাকি। ৩ সেকেন্ডের মধ্যেই ফের নো বল ডাকেন আম্পায়ার। বুমরার ফাইফার এবং অজি ইনিংসের ইতি অপেক্ষাতেই থেকে যায়। উল্টে ৫০ রানের পার্টনারশিপ পেরিয়ে যায়। ১৪ রান আসে এই ওভারে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২২৮-৯ স্কোরে দিন শেষ করল অস্ট্রেলিয়া। সব মিলিয়ে ৩৩৩ রানে এগিয়ে।

প্রথম দল হিসেবে নিশ্চিত দক্ষিণ আফ্রিকা, ডব্লুটিসি ফাইনালের লড়াই কঠিন ভারতের

কেপ টাউন, ২৯ ডিসেম্বরঃ ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চাপ কিছুটা হলেও বাড়ল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ছিল চার দল। স্পট ছিল দুটি। চার দলের মধ্যে এগিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে তারা। একটি জয়েই ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যেত। পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করল দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালে তারা কাদের বিরুদ্ধে খেলবে, লড়াই এখন ত্রিমুখী। ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে কোনও এক দল লর্ডসে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে নামবে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন

ও সিডনি টেস্ট জিতলে সম্ভাবনা থাকবে ভারতের। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ক্লিনসুইপ করার পরি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে উঠেছিল প্রোটিয়ারা। ফাইনাল নিশ্চিত করতে প্রয়োজন ছিল একটি জয়। বর্তমান সাইকেলে ১১টি টেস্টের মধ্য সাতটি জয়। পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৬৬.৬৭। ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ ড্র দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজে ক্লিনসুইপ হলেও দুর্দান্ত কামব্যাক করে প্রোটিয়ারা। প্রথম দল হিসেবে ২০২৫-এর ফাইনালও নিশ্চিত করে নিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে কঠিন পরিস্থিতিতে পরেছিল প্রোটিয়ারা। চতুর্থ ইনিংসে টার্গেট মাত্র ১৪৮। তৃতীয় দিন ২৭-৩ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এ দিন এইডেন মার্করামের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়েন ক্যাপ্টেন তেম্বা বাভুমা। পাকিস্তান ফের কামব্যাক করে। মহম্মদ আব্বাস ছয় উইকেট নিয়ে প্রোটিয়া শিবিরে ভয় ধরিয়েছিলেন। ৯৯ রানে অষ্টম উইকেট হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর কাগিসো রাবাডা ও মার্কো জানসেন জুটির কামাল। রাবাডা ৩১ ও জানসেন ১৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন।

ক্লেটনের প্রাণরক্ষা! রেফারিদের মানোন্নয়ন করে? নিন্দায় সরব ভারতীয় ফুটবল

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গল-হায়দরাবাদ ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও ফুটবল সমর্থকদের ঘোর যেন কাটছে না। ম্যাচ আহামরি হয়নি। তবে ম্যাচের একটা মুহূর্ত যেন আতঙ্ক বয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। খেলার প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের ক্লেটন সিলভার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় হায়দরাবাদের গোলকিপার আর্শদীপ সিংয়ের। হায়দরাবাদের বক্সে ক্লিয়ার করতে গিয়ে সরাসরি ক্লেটনকে বাজে ভাবে আঘাত করেন আর্শদীপ। যা দেখেও রেফারি নিশ্চুপ থাকেন। কার্ড তো দূর অস্ত, ফাউল পর্যন্ত দেননি রেফারি রামদাসান। যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। কেউ কেউ ২০ বছর আগের এক ঘটনার সঙ্গে মিল পাচ্ছিলেন। বেঙ্গালুরুতে ফেড কাপ ফাইনালে তৎকালীন মোহনবাগান গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গিয়েছিলেন ডেম্পোর ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। ক্লেটন-আর্শদীপ সংঘর্ষও যেন সেই স্মৃতিকে উস্কে দেয়। কলকাতার তিন প্রধানে খেলা প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ডগলাস ডি’সিলভার ফেসবুক পোস্টই তার প্রমাণ। এমনকি নিন্দায় সরব হন শিলটন পাল। মোহনবাগানের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা রাজনৈতিক ব্যক্তি কুণাল ঘোষও রেফারিং ইস্যুতে মুখ খোলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কয়েক বছর আগে ঘটা করে ট্রেভর কেটলকে চিফ রেফারিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। গত বছরও বেশ কয়েকটি ক্লাব খারাপ রেফারিংয়ের বিরুদ্ধে সরব হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ফুটবলের দাপুটে রেফারি পিয়ারলুইগি কলিনাকে ভারতে বিশেষ ক্লাসের জন্য আমন্ত্রণ জানান ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। এবছরও আইএসএলে সেই এক ছবি। এমনিতেই ভারতীয় ফুটবলে ভার চিন্তাতীত। তবে অন্য কোনও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ভাবনার কথা

জানান ফেডারেশন সভাপতি। কিন্তু তা কবে কার্যকর হবে তা অজানা। এবছরও আইএসএলে একাধিক ম্যাচে খারাপ রেফারিংয়ের অভিযোগ ওঠে। তা সত্ত্বেও নিশ্চুপ চিফ রেফারিং অফিসার, এফএসডিএল, এআইএফএফ। রেফারিংয়ের উন্নতি না হলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সঠিক রেফারিংয়ের দ্বারাই উৎকৃষ্ট ফুটবল সম্ভব। নতুন বছরে ফেডারেশন নতুন কোনও পদক্ষেপ আদৌ নিতে পারে কিনা সেদিকে তাকিয়ে ভারতীয় ফুটবল।

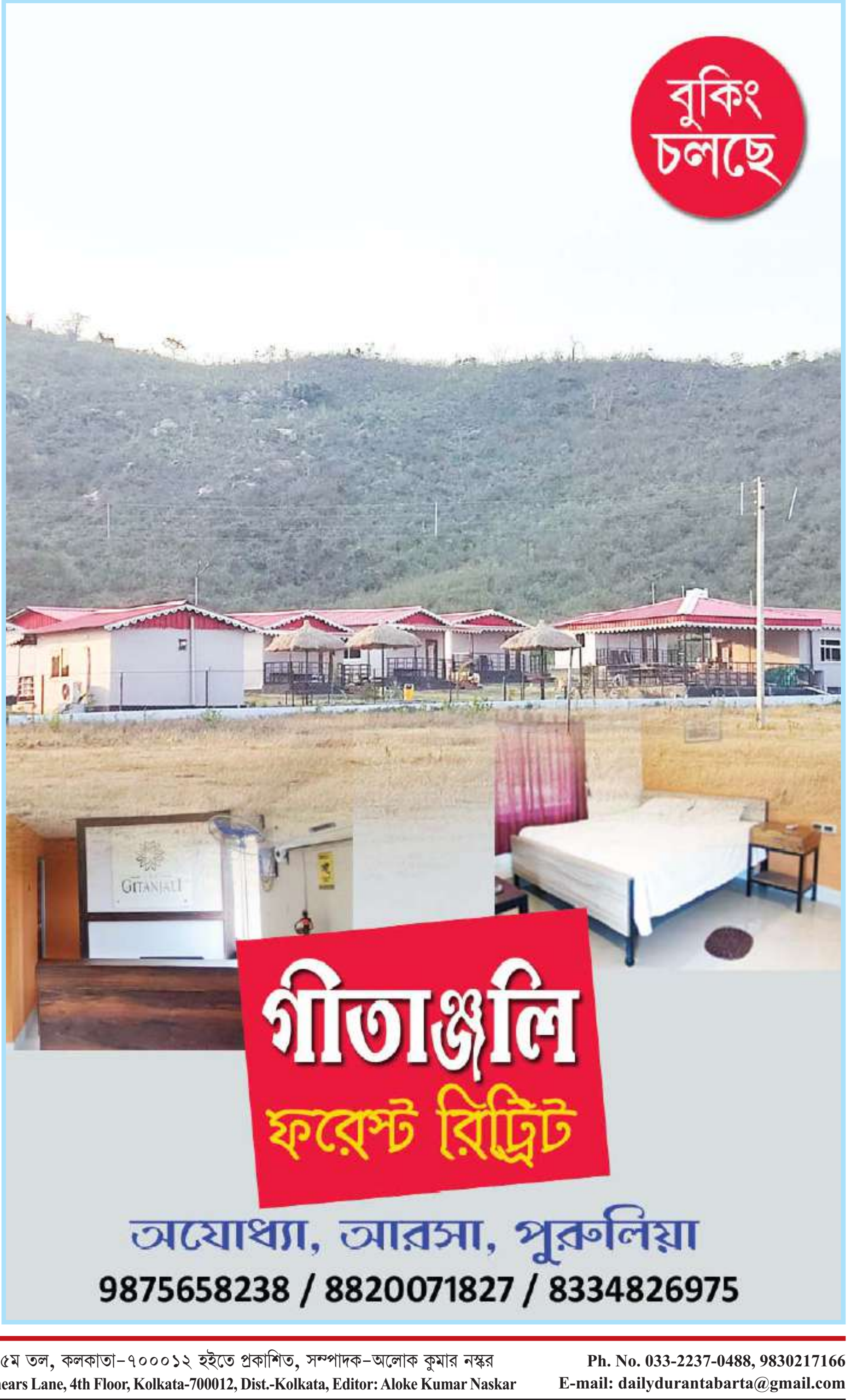

চোট এবং কার্ড সমস্যার পর নতুন করে একী রোগ ফের বাগান শিবিরে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নতুন বছর শুরু হতে চলেছে ভারতীয় ফুটবলের অঙ্গনে এক উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। মোহনবাগান, বর্তমানে আইএসএলের শীর্ষ স্থান দখল করা ক্লাব, তাদের ঘরের মাঠে খেলবে হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে। এই ম্যাচের আগে বাকি মাত্র কয়েকদিন। এরই মধ্যে গতকাল চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু এফসির ২-৪ গোলে জয় পাওয়ায় চাপ বেড়ে গিয়েছে বাগান শিবিরে। ফলে পয়েন্ট টেবিলে মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েন্ট কম পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সুনীল ছেত্রীর দল। তাই হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে সতর্ক কামিন্স-মেকালারেনদের হেড স্যার হোসে মোলিনা। শনিবার চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে বেঙ্গালুরু এফসির জয়টি ছিল বেশ চমকপ্রদ। প্রথমার্ধে বেঙ্গালুরু ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। তাদের প্রথম গোলটি আসে রায়ান উইলিয়ামসের মাধ্যমে, যিনি ম্যাচের ১৬ মিনিটের মাথায় গোল করেন। এরপর চেন্নাইয়িনের ইরফান ইয়াদওয়াদ সমতা ফেরান ১৯ মিনিটে। কিন্তু বেঙ্গালুরু আবারও এগিয়ে যায় সুনীল ছেত্রীর একটি

দুর্দান্ত গোলের মাধ্যমে, যা আসে উইলিয়ামসের ক্রস থেকে ৪৩ মিনিটে। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে চেন্নাইয়িন আবারও সমতা ফিরিয়ে আনে, তবে গোলটির জন্য কিছুটা দায়ী বেঙ্গালুরুর গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু। দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গালুরু আরও একটি গোল করে এবং ম্যাচটি একেবারে তাদের দখলে নিয়ে আসে। রায়ান উইলিয়ামস নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ৬৮ মিনিটে এবং ৮২ মিনিটে চেন্নাইয়িনের লালডিনলিয়ানা রেন্থলেইয়ের আত্মঘাতী গোল বেঙ্গালুরুকে নিশ্চিত করে দেয় ৪-২ জয়। এই জয়ের পর বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট দাঁড়ায় ১৩ ম্যাচে ২৭, যা তাদের দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দেয়। মোহনবাগানের পয়েন্টও ১৩ ম্যাচে ২৯, অর্থাৎ তারা এখনও শীর্ষে রয়েছে, কিন্তু বেঙ্গালুরুর কাছ থেকে ২ পয়েন্ট এগিয়ে আছে। এখন সবুজ-মেরুন শিবিরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় এসেছে। ২ জানুয়ারি, তাদের হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ম্যাচটি খেলতে হবে। এই ম্যাচে পয়েন্ট হারালে বেঙ্গালুরুর কাছে তাদের পয়েন্ট তালিকায় পেছনে পড়ে যেতে পারে, যা তাদের জন্য চাপের সৃষ্টি করবে। বেঙ্গালুরুর সাম্প্রতিক জয়ের ফলে তারা এখন মোহনবাগানের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। তাই, নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই মোহনবাগানকে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে, যেন তারা এই চাপ মোকাবিলা করে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারে। মোহনবাগান এই মরসুমে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি সহজ প্রতিপক্ষ নয়। হায়দরাবাদ এফসি ইতিমধ্যে কিছু দুর্দান্ত ম্যাচ খেলেছে এবং তারা প্রতিটি ম্যাচেই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। তাই, মোহনবাগানকে ম্যাচটি জিততে হলে তাদের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে মাঠে নামতে হবে। মোহনবাগানের কোচ এবং ফুটবলাররা জানেন যে এই ম্যাচটি তাদের মরসুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হতে পারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবল প্রিয় দর্শকদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময় অপেক্ষা করছে। মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হয়ে উঠবে, এবং ২০২৫ সালের শুরুতেই এর দারুণ প্রতিফলন আমরা মাঠে দেখতে পাব। নতুন বছরের প্রথম ম্যাচটি যে কতটা উত্তেজনাপূর্ণ হবে, তার অপেক্ষায় এখন সবাই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com